ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 29 Augest, 2023 ■ আগরতলা ২৯ আগষ্ট ২০২৩ ইং ■ ১১ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দেশে ৫১ হাজারের বেশি কর্মপ্রার্থীদের নিয়োগপত্র তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি.স) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার ৫১ হাজারের বেশি কর্মচারীকে নিয়োগপত্র তুলে দেন।

সোমবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ তিনি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই নিয়োগপত্র প্রদান করবেন। সরকারি চাকরিতে নতুন নিযুক্ত হওয়া প্রায় ৫১ হাজার যুবককে এই নিয়োগপত্র তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিনের অনুষ্ঠানে নবনিযুক্ত সরকারী কর্মচারীদের উদ্দেশে ভাষণও দেবেন তিনি। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)-র একটি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

পিআইবি-র বিজ্ঞপ্তি অনুসারে আরও জানা গিয়েছে, সারাদেশে ৪৫টি স্থানে এই চাকরি মেলার আয়োজন করা হয়েছে। যদিও এই চাকরি মেলার মূল অনুষ্ঠানটি হয় হায়দ্রাবাদে। এই মেলা কর্মসূচির মাধ্যমে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (সিএপিএফ) যেমন সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ), বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ), সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি), আসাম রাইফেলস এবং কেন্দ্রীয় শিল্পে নিয়োগ করবে। সিকিউরিটি ফোর্স (সিআইএসএফ), ভারত দিল্লি পুলিশের পাশাপাশি তিব্বত বর্ডার পুলিশ (আইটিবিপি) এবং নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি)-ও কর্মী নিয়োগ করছে। দেশ জুড়ে নতুন নির্বাচিত কর্মীরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন সংস্থায় কনস্টেবল, সাব-ইন্সপেক্টর এবং নন-জেনারেল ডিউটি ক্যাডার পদের মতো বিভিন্ন ক্যাটাগরির পদে কাজ করবেন। কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন, রোজগার মেলা তার একটি বড় পদক্ষেপ।

রাজ্যে ৪৪৭ জনের নিয়োগপত্র দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগষ্ট।। চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিলে কয়েক বছর লেগে যেত। এতে করে চাকরি প্রার্থীর নাম ঠিকানা ভুলে যেত ইন্টারভিউ বোর্ড। কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সেই প্রক্রিয়া দ্রুততার সাথে সম্পূর্ণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সোমবার আগরতলা শালবাগানস্থিত বিএসএফ ক্যাম্পে এ রোজগার মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে বর্তমান সরকারের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি তুলে ধরতে গিয়ে এই কথা বলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক।

সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ আইজি এমপি গুপ্তা সহ অন্যান্য আধিকারিক। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বক্তব্য রেখে বলেন, ৪৪৭ জনের হাতে এদিন চাকরির অফার দেওয়া হয়েছে।এরমধ্যে রয়েছে বি.এস.এফ, সি.আর.পি.এফ, এস.এস.বি, আই.টি.বি.পি এবং সি.আই.এস.এফ। এরমধ্যে ২৮৫ জন বিএসএফ -এ চাকরি দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে বেশি বিএসএফ চাকরি হয়েছে বলে জানান তিনি। সি আর পি এফ -এ ১০০ জন, সি আই এস এফ -এ ৪৯ জন, এস এস বি -তে ১২ জন এবং আই টি বি পি -তে ১ জন নিয়োগপত্র পেয়েছেন। তিনি আরো বলেন দেশ যখন ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছে তখন আমাদের গর্বের বিজ্ঞানীদের দ্বারা তৈরী চন্দ্রায়ন-৩ পৌছে গেছে চাঁদে। এই ঐতিহাসিক মূহুর্তেই আজ ৪৪৭ জন নতুন নিয়োগপত্র পেয়েছে। তারাই আগামীর ভবিষ্যৎ। এই নতুন অফারপ্রাপ্ত যুবক-যুবতীদের আমার অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। দেশের সর্বোচ্চ সংখ্যক যুবশক্তিকে রাষ্ট্র নির্মাণে কাজে লাগানোই আমাদের সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। তিনি আরো বলেন আগামী দিনে এই জওয়ানরা দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করবে। পাশাপাশি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আশা ব্যক্ত করেন প্রতিমা ভৌমিক। এদিন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সহ আধা সামরিক বাহিনীর আধিকারিকরা চাকুরির অফার তুলে দেয় যুবক যুবতীদের হাতে।

ধর্মনগর রেলস্টেশনে আটক ৬ রোহিঙ্গা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগষ্ট।। আবারো ধর্মনগর রেল স্টেশন থেকে ৬ জন রোহিঙ্গাকে আটক করলো জিআরপি থানার পুলিশ। এদের মধ্যে ৫ জন যুবতী। শনিবার রাতে সোনামুড়া দিয়ে তারা ভারতে প্রবেশ করেছে। রবিবার আগরতলা থেকে বহিঃরাজ্যে যাওয়ার ট্রেন বাতিল হওয়ায় তারা সোমবার সকালে লোকাল ট্রেনে করে ধর্মনগরে এসেছে। ধর্মনগর রেল স্টেশনে তারা সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তখনই বিষয়টি পুলিশের নজরে আসে। তাদেরকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা নিজেদেরকে রোহিঙ্গা বলে স্বীকার করে। তারা আগরতলা থেকে দিল্লি যাওয়ার উদ্দেশ্যেই বাংলাদেশের শিবির থেকে এসেছিল বলে জানায়। তাদের স্বীকারোক্তি বলে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে। উল্লেখ্য ত্রিপুরার আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে প্রতিনিয়তই বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গারা অনুপ্রবেশ করে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কাজের সন্ধানে যাচ্ছে। এদের মধ্যে একাংশ সন্ত্রাসী কার্যকলাপে যুক্ত হচ্ছে বলেও অভিযোগ মিলেছে। ত্রিপুরার আন্তর্জাতিক সীমান্তকে করিডোর করে রোহিঙ্গাদের এ ধরনের অনুপ্রবেশ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে রীতিমতো আতঙ্কের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০২৪ সালে ফের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগষ্ট।। ২০২৪ সালে ফের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী। ত্রিপুরা থেকে বার্তা দেওয়া হবে ২০২৪ সালে নরেন্দ্র মোদীই পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। মোদী কে শক্তিশালী করতে হবে, ভারতকে শক্তিশালী করতে হবে। তবেই ধনপুরও শক্তিশালী হবে।সোমবার ধনপুরে উপ নির্বাচনের প্রচারে একথা বললেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

সামনেই ত্রিপুরায় দুটি কেন্দ্রে উপ নির্বাচন। এই উপনির্বাচনে দুটি কেন্দ্রেই ঝড়ো প্রচার চালাচ্ছে বিজেপি। প্রতিদিনই ধনপুর ও বক্সনগর কেন্দ্রের দলের মনোনীত প্রার্থীর সমর্থনে ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছে বিজেপি দল। বাদ যাচ্ছেন না রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও। প্রচারে পা মেলাচ্ছেন তিনিও। সোমবার ধনপুরে উপ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে

প্রচারে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এদিন ধনপুরের এক জনসভায় মনোনীত প্রার্থীদের জন্য তিনি প্রচার চালান। তিনি বলেন ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিমা ভৌমিককে ঐতিহাসিকভাবে জয়ী করেছে ধনপুরের মানুষ। তবে রাজ্য থেকে একমাত্র ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রার্থীর সমর্থনে মোহনভোগ বাজারে সিপিএম'র পথসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৮ আগষ্ট।। আজ বিকেল ৩ ঘটিকার সময় ২৩-ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কৌশিক চন্দের সমর্থনে আজ বিকেলে মোহনভোগ বাজারে এক নির্বাচনী পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।উক্ত সভায় সভাপতি মন্ডলীতে ছিলেন সিপিএম পার্টির পার্টির নেতা বল হরি নোয়াতিয়া এবং তপন ঘোষ। সভায় আলোচনা করেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, প্রাক্তন মন্ত্রী অঘোর দেববর্মা, জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য গৌরাঙ্গ ঠাকুরতা, সোনামুড়া বিভাগীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য রামচন্দ্র নোয়াতিয়া, উপস্থিত ছিলেন পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য সুরেশ দাস, জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য রাধাবল্লব দেবনাথ,বিভাগীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য দীনেশ দাস সহ পার্টির বিভাগীয় এবং অঞ্চল নেতৃত্বদ্বয়।এই পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অঘোর দেববর্মা বিজেপি আইপিএফটি সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। এই সরকার মানুষের স্বার্থে কোন কাজ করছে না চারিদিকে শুধু রাস্তা-ঘাট বেহাল দশায় পরিণত হয়ে আছে। স্কুলগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমানে শিক্ষকের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে দ্রাবিত হচ্ছে।নেই হসপিটাল গুলোতে পযাপ্ত পরিমানে নার্স এবং ডাক্তার চিকিৎসার অভাবে সাধারণ মানুষ সমস্যার জরজরীত হয়ে আছে।

বধূহত্যা মামলায় ৩ জনের জেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগষ্ট।।গৃহবধূ নির্যাতন ও হত্যাকান্ডে স্বামী শশুর ও শাশুড়িকে সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত। আদালতের এই রায়ে সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন নিহত গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজনেরা।

রানীরবাজার মোহনপুরের গৃহবধূ ঝুমা দেবনাথ হত্যাকাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত তিন আসামীকে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তা নির্মান সংস্থার অব্যবস্থাপনায় কৃষকদের করুন দশা, পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগষ্ট।। গত কয়েকবছর ধরে জোলাইবাড়ি-বিলোনিয়া সড়কটি নির্মাণের কাজ চলছে। বহিঃরাজ্যের একটি সংস্থা এই রাস্তা নির্মাণের কাজ করছে। তবে অভিযোগ নির্মাণ কাজ চলছে কচ্ছপের গতিতে। যার কারনে বছরের পর বছর ধরে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে যান চালক থেকে শুরু করে সাধারন মানুষকে। এই রাস্তাটির নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে একাধিক অভিযোগ উঠেছে। বেশ কয়েকবার সড়কও অবরোধ হয়েছে। রাস্তা নির্মাণ করা হলেও রাস্তার এক পাস থেকে অপর পাশে জল নিষ্কাশনের জন্য কোন ধরনের ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে রাস্তার দুই পাশে বসবাসকারি বাসিন্দারা ক্ষতির সম্মুখীন। জোলাইবাড়ি-বিলোনিয়া সড়কের মাঝে রয়েছে দক্ষিন সোনাইছড়ি এলাকা। এই দক্ষিন সোনাইছড়ি এলাকায় রাস্তা নির্মাণ করা হলেও রাস্তার এক পাস থেকে অপর পাশে জল নিষ্কাশনের জন্য কোন ব্যবস্থা রাখা হয় নি। ফলে জল জমে ব্যাপক ক্ষতির শিকার এলাকার ২০ থেকে ২৫ জন কৃষক। বারে বারে জেলা প্রশাসনকে এই বিষয়ে অবগত করা হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা এইদিন সকাল থেকে সড়ক অবরোধে সামিল হন। ক্ষতিগ্রস্ত এক কৃষক জানান রাস্তা নির্মাণের ফলে জল জমে তাদের কৃষি ক্ষেতের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। পুকুর ভেসে গেছে। বাড়ি ঘরে জল ঢুকে গেছে। তাই তারা বাধ্য হয়ে সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছেন। সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিলোনিয়া থানার পুলিশ। পুলিশ সড়ক অবরোধকারীদের সাথে কথা বলে সড়ক অবরোধ মুক্ত করতে বাধ্য হয়। পরবর্তী সময় বিলোনিয়া থেকে ঘটনাস্থলে ছুটে যান ডিসিএম সুকান্ত দে। তিনি জানান ৮ দিন পূর্বে জল জমার বিষয়ে তিনি অভিযোগ পেয়েছিলেন। তারপর তিনি রাস্তা নির্মাণের দায়িত্বে থাকা সংস্থার আধিকারিকদের সাথে কথা বলেন। সংস্থার আধিকারিকরা কথা দিয়েছিল জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু কি কারনে তারা কাজটি করে নি, তা তিনি জানেন না। তবে এইদিন সংস্থার ম্যানেজারের সাথে কথা বলা হয়েছে, খুব শীঘ্রই তারা জল নিষ্কাশনের জন্য ড্রেইন নির্মাণের কাজ শুরু করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। এই আশ্বাসের ভিত্তিতে সড়ক অবরোধকারীরা সড়ক অবরোধ মুক্ত করে দিয়েছে। জোলাইবাড়ি-বিলোনিয়া সড়ক নির্মাণের দায়িত্বে থাকা সংস্থার আধিকারিকদের বিরুদ্ধে প্রথম থেকে একাধিক অভিযোগ উঠে। কিন্তু তারা কোন ধরনের অভিযোগে কর্ণপাত করতে নারাজ। প্রথম থেকে স্থানীয়দের সাথে কথা বলে রাস্তা নির্মাণ করলে বর্তমানে যে সকল সমস্যাগুলি সামনে আসতে শুরু করেছে সেই সকল সমস্যা গুলি সৃষ্টি হত না বলে দাবি স্থানীয়দের। রাস্তা নির্মাণ করা হয় মানুষের সুবিধার জন্য। কিন্তু নির্মাণ সংস্থার খামখেয়ালিপনার ফলে এই রাস্তা বর্তমানে মানুষের অসুবিধার কারন হয়ে দাঁড়িয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ধর্ষণ কান্ড

স্বাস্থ্যকর্মীর ১০ বছরের সশ্রম কারাবাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগষ্ট।। ধর্ষণ কান্ডে অভিযুক্ত স্বাস্থ্য দপ্তরের ইউডি ক্লার্ক উত্তম কুমার দেববর্মাকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিলো পশ্চিম জেলার জেলা দায়রা আদালত। তাকে আগেই দোষী সাব্যস্ত করেছিল আদালত। সোমবার তার সাজা ঘোষণা করে আদালত। ঘটনার বিবরণে জানা যায় স্বাস্থ্য দপ্তরের করণিক উত্তম কুমার দেববর্মা ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত হন। ২০১৯ সালের ২৫ শে আগস্ট এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়। তদন্তকারী অফিসার মামলার তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশিট জমা দেন। সাক্ষ্য গ্রহণ ও দীর্ঘ শুনানির পর আদালত এই মামলায় অভিযুক্ত স্বাস্থ্য দপ্তরের করণিক উত্তম কুমার দেববর্মাকে দোষী সাব্যস্ত করে। সোমবার পশ্চিম জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালত এই মামলার দোষী সাব্যস্ত উত্তম কুমার দেববর্মার সাজা ঘোষণা করেন। ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং নগদ ৫০ হাজার টাকা আর্থিক জরিমানার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিএসএফের ডাকা বন্‌ধে মিশ্র সাড়া, সড়ক অবরোধ, গ্রেপ্তার বহু বিক্ষোভকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগষ্ট।। ককবরক ভাষায় রোমান হরফের দাবিতে আন্দোলন টিএসএফের। তারা সোমবার রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ বিক্ষোভে শামিল হন। রোমান হরফে ককবরক চালু করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। বিভিন্ন জায়গায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাখায় এদিন যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। অভিযোগ আন্দোলনের নামে আন্দোলনকারীদের একাংশ উশৃংখল আচরণ করেছে।

ককবরক ভাষায় রোমান হরফের ব্যবহারের দাবিতে রাজধানীর বুদ্ধমন্দির এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন টিএসএফ-এর কর্মী সমর্থকরা। অবরোধের জেরে বন্ধ হয়ে পড়েছে যানবাহন

চলাচল। যাত্রী দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে। প্রসঙ্গত , ককবরক ভাষায় রোমান হরফের ব্যবহারের দাবিতে সোমবার ১২ ঘণ্টার ত্রিপুরা বনধের ডাক দিয়েছে তিপ্রা স্টুডেন্টস ফেডারেশন। ককবরক ভাষাকে রোমান হরফে করার জন্য এর আগেও অনেক আন্দোলন সংঘটিত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে রাজ্যের রাজ্যপাল থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হলেও তাদের তরফ থেকে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়নি। ফলে আজ সংগঠনের পক্ষ থেকে তিপ্রা স্টুডেন্টস ফেডারেশনের ডাকা ১২ ঘণ্টার ত্রিপুরা বনধকে সর্বাত্মক সফল করার আহবান জানিয়েছে। এদিকে কল্যাণপুর থেকে পাওয়া খবরে জানা গেছে, তিপ্রা মথা গত নির্বাচন এ দ্বিতীয় স্থানে ওঠে এলেও বর্তমানে যে তাদের সাংগঠনিক শক্তি ক্রম ক্ষীয়মান তা তিপ্রা মথার ছাত্র সংগঠন এর ডাকা বারো ঘন্টার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ৩১৬ ▫ ২৯ আগস্ট ২০২৩ ইং ▫ ১১ ভাদ্র মঙ্গলবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

নদী শুকাইয়া যাইতেছে

সভ্যতা যত উন্নত হইতেছে ততই মানুষ পরিবেশের উপর চরম আঘাত আনিতে শুরু করিতেছেন। ইহার ভয়ংকর পরিণতি আমাদের নিজেদেরকেই ভোগ করিতে হইবে। পরিবেশ ক্রমাগত দূষণের ফলে দেশের নদীগুলি ক্রমশ শুকাইয়া যাইতেছে। নদীর শুকিয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ জলবায়ু পরিবর্তন। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জয়বায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের বুকে আকর্ষণীয় ও বিখ্যাত বেশ কিছু নদী শুকাইয়া যাইতেছে।একবার তালিকার দিকে নজর দিলেই জানা যাইবে, কত বিখ্যাত নদী শুকাইয়া যাইতেছে বিশ্বে।কলোরাডো নদী- এই তালিকায় সবার উপরে রহিয়ায়ছে করোলাডো নদী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তীব্র দাবদাহে খরা পরিস্থিতি তৈরি হইতেছে বর্তমানে। তাহার প্রভাব পড়িতেছে এই নদীতে। যুক্তরাষ্টেের সাতটি অঙ্গরাজ্য ও মেক্সিকোর প্রায় চার কোটি মানুষের পানীয়, কৃষি ও বিদ্যুতের জন্য এ নদীর জলের উপর নির্ভরশীল। নদী অববাহিকা রক্ষা করিতে এই নদীর জল ব্যবহার কমানোর আর্জি জানানো হইয়াছে।'পৌ নদী- ইতালিতে উৎস। এই নদীর অ্যাড্রিয়াটিক সাগরে গিয়া পড়িয়াছে। লক্ষাধিক মানুষ জীবিকার জন্য পো নদীর উপর নির্ভরশীল। এই নদীর উপর কৃষিকাজ অনেকটাই নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। গত সাত দশকের মধ্যে বর্তমানে বিপজ্জনক খরাপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে এলাকা। ফলে পো নদীর জল দ্রুত শুকাইয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একটি বোমাও সম্প্রতি মিলিয়াছে পো নদীর তলদেশে।

লয়ার নদী- এই লয়ার নদীটি বেশ কিছু অংশ অগভীর হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে এই নদী-উৎসের বরফ গলিয়া যাওয়ায় নদীর প্রবাহে বিস্তর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পরিবর্তন ঘটিয়াছে জলস্তরেও। বৃষ্টির অপ্রতুলতায় বহু জায়গায় শুকাইয়া যাইতেছে নদী। মানুষ এই নদী দিয়া হাটিয়াই পার হইয়া যাইতেছে।

পরিবেশের উপর এই বিপজ্জনক প্রভাবের দায় আমরা নিজেরা কোনভাবেই অস্বীকার করিতে পারিব না। পরিবেশ দূষণের জন্য আমরা নিজেরাই পুরো ভাগে দায়ী। পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব নামিয়া না আসিলে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছাইত না। এই দায় মাথায় নিয়া পরিবেশকে নির্মল রাখিবার জন্য আমাদের প্রত্যেককে অঙ্গীকার গ্রহণ করিতে হইবে। পরিবেশ নির্মল রাখিবার জন্য প্রত্যেকেই নিজ দায়িত্ব পালন করিলে এই জটিল সমস্যা হইতে উত্তরণের পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। অন্যথায় পরিস্থিতি যে পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতেই আমাদের ভয়ঙ্কর সংকটের সম্মুখীন হইতে হইবে। এই সংকট মোকাবেলা করিয়া বাচিয়া থাকা সম্ভব হইবে কিনা তাও প্রশ্ন চিহ্নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেকে সচেতন হইলে এই জটিল সমস্যাও সহজতর হইয়া উঠিবে। এজন্য প্রত্যেককেই নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে।

চুমু কান্ড: রুবিয়ালেসের জন্য অনশন-ধর্মঘটে তাঁর মা

বার্সেলোনা, ২৮ আগস্ট(হি.স.): চুমু-কাণ্ডে তোলপাড় সারা বিশ্ব। স্প্যানিশ ফেডারেশনের সভাপতি লুইস রুবিয়ালেসকে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ফিফা। তবে ছেলের উপর ফিফার এমন শাস্তি মেনে নিতে পারছেন না তার মা। রুবিয়ালেস মা বলছেন, ছেলে 'অমানবিকতার শিকার'। এ কারণে আজ থেকে 'অনশন ধর্মঘট' শুরু করেছেন রুবিয়ালেসের মা।

তিনি বারবার বলেছেন, 'তারা আমার ছেলের ওপর যে অমানবিক ও নিষ্ঠুর আচরণ করেছে সেটি তার প্রাপ্য নয়।'

সরকারি স্কুলে মুসলিম ছাত্রীদের আবায়া পরা নিষিদ্ধ করতে চলেছে ফ্রান্স

প্যারিস, ২৮ আগস্ট (হি.স.): সেপ্টেম্বরেই শুরু হচ্ছে ফ্রান্সের নতুন স্কুল মরশুম। এই নতুন মরশুম থেকে ফ্রান্সের সরকারি স্কুলে এবার নিষিদ্ধ হতে চলেছে মুসলিম ছাত্রীদের আবায়া পরা। রবিবারই সেদেশের শিক্ষামন্ত্রী নিয়েছেন, সরকারি স্কুলে মুসলিম নিষিদ্ধ হতে চলেছে ছাত্রীদের আবায়া পরা। উল্লেখ্য, আবায়া হল শরীর ডেকে রাখা ঢিলেঢালা একধরনের পোশাক, যা মুসলিম মেয়েরা পরে।

সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ফ্রান্সের শিক্ষামন্ত্রী গ্যাব্রিয়েল আটাল জানিয়েছেন, 'স্কুলে আর আবায়া পরা যাবে না। কেউ ক্লাসে এলে যেন তাদের পোশাক দেখে ধর্ম না বোঝা যায়। এমনটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি।' প্রসঙ্গত, বেশ কয়েক মাস ধরে মুসলিম শিক্ষার্থীদের আবায়া পরা নিয়ে বিতর্ক ঘনিয়েছিল। অবশেষে এই পদক্ষেপ করতে চলেছে পশ্চিম ইউরোপের দেশটি। এর আগে ২০০৪ সালে মাথার স্কার্ফ বা হিজাব পরা নিষিদ্ধ হয়েছিল ফ্রান্সের স্কুলে। পরে ২০১০ সালে জনসমক্ষে মুখঢাকা পোশাক পরাতেও জারি হয়েছিল নিষেধাজ্ঞা। এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সেদেশের ৫০ লক্ষ মুসলিমরা। এর মধ্যেই এবার নিষিদ্ধ হল আবায়া।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানের কাছে রেলওয়ের জমি থেকে দখল অপসারণে স্থগিতাদেশ দিতে নারাজ সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি.স.): মথুরার শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থানের কাছে রেলওয়ের জমিতে দখল উচ্ছেদে স্থগিতাদেশ দিতে অস্বীকার করেছে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্ট আবেদনকারীকে নিম্ন আদালতে যেতে বলেছে। বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসুর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ বলেছে, নিম্ন আদালতের মেধার ভিত্তিতে শুনানি করা উচিত।

প্রকৃতপক্ষে, ১৬ আগস্ট, সুপ্রিম কোর্ট মথুরার শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমির কাছে দখল বিরোধী অভিযানে ১০ দিনের স্থগিতাদেশ জারি করে ২৫ আগস্টের পরে স্থগিতাদেশ বাড়াতে অস্বীকার করেছিল। রেলওয়ে তার ট্র্যাকের কাছাকাছি বসবাসকারীদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদের ব্যবস্থা নিচ্ছে। ১৪ আগস্ট, রেলওয়ে জেসিবি মেশিন দিয়ে ঘেরা বাড়িগুলি ভেঙে ফেলার ব্যবস্থা করেছিল।আবেদনকারী দাবি করেছেন, ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে মানুষ সেখানে বসবাস করছে এই ভিত্তিতে উচ্ছেদ প্রক্রিয়া বন্ধ করা উচিত। তাঁর আবেদন, যে রেলওয়ে ইতিমধ্যে অনেকগুলি দখল সরিয়ে নিয়েছে। এখন ৭০-৮০টি বাড়ি বাকি। তাদের উচ্ছেদ থেকে বাঁচান।

রাঁচি-জামশেদপুর এক্সপ্রেসওয়ের প্রশংসা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি

রাঁচী, ২৮ আগস্ট (হি.স) : রাঁচি-জামশেদপুর এক্সপ্রেসওয়ের প্রশংসা করেন কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়করি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি সোমবার ৩৩ নম্বর জাতীয় সড়কের একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন। ছবি শেয়ার করে তিনি লেখেন, আগে রাঁচি থেকে জামশেদপুর যেতে অনেক সময় লেগে যেত, সেই দূরত্ব এখন দুঘণ্টা কমে গিয়েছে। এই এক্সপ্রেসওয়ে তৈরির জন্যই দূরত্ব অনেকটা কম হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাস্তার পাশের সবুজ ধানক্ষেত, পাহাড় এবং নদীর ছবি শেয়ার করে বলেন, এক্সপ্রেসওয়ের মধ্য দিয়ে যারা যাতায়াত করছেন তারা একটা নতুন আনন্দ অনুভব করছেন।

রাঁচি থেকে জামশেদপুর পর্যন্ত চার লেনের রাস্তায় যাতায়াত করা আগে খুবই সমস্যার ছিল। এখন এই এক্সপ্রেসওয়ের দরুণ সেই সমস্যা মিটেছে।

ভারতীয় শিক্ষাবিদ

মদনমোহন মালব্য (১৮৬১১৯৪৬) ছিলেন একজন ভারতীয় শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ। তিনি ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিশিষ্ট নেতা ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের চার বারের সভাপতি। তাকে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বলা হয় এবং মহামনা সম্মানে ভূষিত করা হয়। ১৯১৬ সালে মদনমোহন মালব্য বারাণসীতে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় বা বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি (বি.এইচ.ইউ) প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৫ সালের বি.এইচ.ইউ আইন অনুসারে স্থাপিত। এটি এশিয়ার বৃহত্তম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে কলা, বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, কৃষিবিজ্ঞান, চারুকলা, আইন ও প্রযুক্তি বিভাগে ৩৫,০০০-এরও বেশি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করেন। মদনমোহন মালব্য ১৯১৯ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। মদনমোহন মালব্য চার বার (১৯০৯, ১৯১৩, ১৯১৯ ও ১৯৩২ সাল) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি জাতীয় কংগ্রেস ত্যাগ করে হিন্দু মহাসভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য হিসেবে যোগ দেন।

মদনমোহন মালব্য ছিলেন দ্য ভারত স্কাউট অ্যান্ড গাইডসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বিশেষ প্রভাবশালী ইংরেজি সংবাদপত্র দ্য লিডারের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯০৯ সালে এটি এলাহাবাদে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯২৪ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি হিন্দুস্তান টাইমস পত্রিকার চেয়ারম্যানও ছিলেন। তারই উদ্যোগে ১৯৩৬ সালে এই পত্রিকার হিন্দি সংস্করণ হিন্দুস্তান দৈনিক প্রকাশিত হয়।

১৮৬১ সালের ২৫ ডিসেম্বর ব্রিটিশ ভারতের যুক্তপ্রদেশের (অধুনা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের উত্তরপ্রদেশ রাজ্য) এলাহাবাদ শহরে মদনমোহন মালব্যের জন্ম। তিনি এক গৌড় ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতার নাম পণ্ডিত ব্রিজ নাথ ও মাতার নাম মুনা দেবী। তার পূর্বপুরুষরা ছিলেন অধুনা মধ্যপ্রদেশের মালব (উজ্জয়িনী) অঞ্চলের সংস্কৃত পণ্ডিত। সেই থেকে তারা 'মালব্য' নামে পরিচিত। তাদের প্রকৃত পদবী ছিল চতুর্বেদী। মদনমোহন মালব্যের পিতা ছিলেন সংস্কৃত সন্ডিত। তিনি ভাগবত পুরাণ পাঠ করতেন।

মদনমোহন মালব্য প্রথমে সংস্কৃত পাঠশালা ও পরে একটি ইংরেজি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি পড়াশোনা শুরু করেছিলেন হরদেবের ধর্মজ্ঞানোপদেশ পাঠশালায়। এখানে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে পরে বিদ্যাবর্ধিনী সভার একটি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। পরে তিনি ভর্তি হন এলাহাবাদ জেলা স্কুলে। এখানে পড়ার সময় থেকে তিনি 'মকরন্দ' ছদ্মনামে কবিতা লেখা শুরু করেন। এই কবিতাগুলি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হত।

১৮৭৯ সালে তিনি মুয়ার সেন্ট্রাল কলেজ (অধুনা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। হ্যারিসন কলেজের প্রিন্সিপাল তার জন্য একটি মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন। কারণ, সেই সময় মদনমোহন মালব্যের পরিবার আর্থিক অনটনে পড়েছিলেন। এরপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন।

সংস্কৃতে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে ভর্তি হতে চাইলেও তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভাল না হওয়ায় তার পিতা তাকে পারিবারিক পেশা ভাগবত পাঠের কাজে নিয়োগ করতে চান। ১৮৮৪ সালে মদনমোহন মালব্য এলাহাবাদের গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগ যেন।

১৮৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মদনমোহন মালব্য কলকাতায় দাদাভাই নৌরজির সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। এখানে তিনি কাউন্সিলে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি নিয়ে বক্তৃতা দেন। তার ভাষণে নৌরজি খুশি হননি। সেই সময় এলাহাবাদের নিকটস্থ কালাকঙ্করের শাসক রাজা রামপাল সিং হিন্দুস্তান নামে একটি হিন্দি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি পত্রিকাটিকে দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত করার জন্য একজন যোগ্য সম্পাদক খুঁজছিলেন। মদনমোহন মালব্যের ভাষণে তিনিও খুশি হননি। কিন্তু পত্রিকা সম্পাদনার জন্য তিনি তাকেই প্রস্তাব দেন। তাই ১৮৮৭ সালের জুলাই মাসে মদনমোহন মালব্য শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে সেই জাতীয়তাবাদী দৈনিকটির সম্পাদনার কাজ শুরু করেন। সেখানে তিনি আড়াই বছর কাজ করেছিলেন। এরপর তিনি এলাহাবাদ ফিরে এসে এল.এল.বি পড়া শুরু করেন। সেই সময় এলাহাবাদে তিনি দি ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন নামে একটি ইংরেজি দৈনিকের সহ-সম্পাদনার কাজ শুরু করেন। আইন পড়া শেষ করে তিনি ১৮৯১ সালে এলাহাবাদ জেলা আদালতে ওকালতি শুরু করেন। পরে ১৮৯৩ সালের ডিসেম্বরে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি শুরু অরেন। ১৯০৯ ও ১৯১৮ সালে মদনমোহন মালব্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলে। তিনি ছিলেন একজন নরমপন্থী নেতা। ১৯১৬ সালের লখনউ চুক্তি অনুসারে মুসলমানদের জন্য পৃথক আইনসভার বিরোধিতা করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী তাকে "মহামনা" সম্মানে ভূষিত করেন। ১৯১১ সালে শিক্ষাবিস্তার ও সমাজসেবার জন্য তিনি তার লাভজনক আইনব্যবসা চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করেন। সন্ন্যাস জীবন যাপনের জন্য তিনি সমাজসেবার কাজে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। কিন্তু চৌরিচৌরার ঘটনায় ১৭৭ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীর ফাঁসির হুকুম হলে তিনি আদালতে তাদের হয়ে সওয়াল করেন এবং তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেন।

১৯১২ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতের ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। এই কাউন্সিল ১৯১৯ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভায় রূপান্তরিত হলে তিনি ১৯২৬ সাল পর্যন্ত সেখানকার সদস্য থাকেন। মদনমোহন মালব্য অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। যদিও তিনি আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি ও খিলাফত আন্দোলনে কংগ্রেসের যোগদানের বিরোধিতা করেছিলেন।

১৯২৮ সালে তিনি মতিলাল নেহেরু, জওহরলাল নেহেরু ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে সাইমন কমিশনের বিরোধিতা করেন। ১৯৩২ সালের ৩০ মে, বিলাতি দ্রব্য বর্জন করে ভারতীয় দ্রব্য কেনার আবেদন জানিয়ে তিনি একটি ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করেন। ১৯৩০ সালে তিনি প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

যদিও আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ১৯৩২ সালের ২৫ মে তিনি দিল্লিতে অন্যান্য ৪৫০ জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে গ্রেফতার হন। কিন্তু এই বছরই সরোজিনী নাইডু গ্রেফতার হওয়ার পর তিনি দিল্লিতে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন।ণ্ডা১৮৪ ১৯৩৩ সালে কলকাতায় মদনমোহন মালব্য আবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার আগে মদনমোহন মালব্যই একমাত্র নেতা যিনি চার বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকর (হিন্দুদের অনগ্রসর শ্রেণির প্রতিনিধি) ও মদনমোহন মালব্যের (হিন্দুদের অন্যান্য শ্রেণির প্রতিনিধি) মধ্যে পুনা চুক্তি সাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে স্থির হয় প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে হিন্দুদের অনগ্রসর শ্রেণিগুলির জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং তা হবে আইনসভার মধ্যেই, এর জন্য পৃথক আইনসভা গঠিত হবে না। এর ফলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ড যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মাধ্যমে অনগ্রসর শ্রেণিগুলিকে ৭১টি আসন দিয়েছিলেন, তার বদলে এই শ্রেণিগুলিআইনসভায় ১৪৮টি আসন পায়। এই চুক্তির পর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার আইনটি চুক্তি অনুযায়ী সংশোধিত হয়। এই চুক্তিতে ব্যবহৃত "অবদমিত শ্রেণি" কথাটি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ও ১৯৫০ সালের ভারতীয় সংবিধানে "তফসিলি জাতি ও উপজাতি" শব্দে পরিণত হয়।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুদের জন্য আলাদা আইনসভার বিরোধিতায় মদনমোহন মালব্য মাধব শ্রীহরি আনের সঙ্গে কংগ্রেস ছেড়ে কংগ্রেস ন্যাশানালিস্ট পার্টি গঠন করেন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনে এই দল কেন্দ্রীয় আইনসভায় ১২টি আসন পেয়েছিল।

১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে অ্যানি বেসান্ত মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে দেখা করেন। তারা স্থির করেন বারাণসীতে একটি সাধারণ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবেন। বেসান্তের প্রতিষ্ঠিত সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজের সহকারী ফেলোগণ সহ বেসান্ত স্থির করেন যে এই কলেজ নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হবে। সরকারও তাতে রাজি হয়। ১৯১৫ সালের কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় আইন বলে ১৯১৬ সালে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এটি ভারতের একটি বিশিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৯৩৯ সালে মদনমোহন মালব্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তার পরে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ (পরবর্তীকালে যিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন) এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন।

ভারত থেকে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও হরিজন আন্দোলনকে পরিচালনার ক্ষেত্রে মদনমোহন মালব্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৩৩ সালে তার সভাপতিত্বে আয়োজিত একটি সম্মেলনে হরিজন সেবক সংঘ স্থাপিত হয়।

মদনমোহন মালব্য বলেছিলেন, "যদি তুমি মানবাত্মার আন্তরিক পবিত্রতায় বিশ্বাস কর, তবে তুমি বা তোমার ধর্ম কখনই অন্য মানুষের স্পর্শ বা সঙ্গতে অপবিত্র বা কলুষিত হতে পারে না।"

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে তিনি একটি হিন্দু পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। তিনি হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্য বলে পরিচিত মানুষদের মন্ত্রদীক্ষা দিতেন। তিনি বলেছিলেন, "মন্ত্র দ্বারা তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব।"

তিনি মন্দির ও অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রে বর্ণের বাধা দূরীকরণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। মূলত তারই উদ্যোগে হিন্দু মন্দিরে অস্পৃশ্যরা প্রবেশাধিকার পায়। ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে হিন্দু দলিত (হরিজন) নেতা পি. এন. রাজভোজ ২০০ জন অনুগামী নিয়ে রথযাত্রার দিন কলারাম মন্দিরে প্রবেশাধিকার চান। মদনমোহন মালব্য কলারাম মন্দিরের পুরোহিতদের উপস্থিতিদের তাদের দীক্ষা দিয়ে মন্দিরে প্রবেশের ব্যবস্থা করে দেন। পরে এঁরা রথযাত্রা উৎসবেও অংশ নেন।

১৯০১ সালে মদনমোহন মালব্য এলাহাবাদে হিন্দু হোস্টেল (হিন্দু বোর্ডিং হাউস) নামে একটি ছেলেদের হোস্টেল স্থাপন করেন। ১৯৪৬ সালের ১২ নভেম্বর বারাণসীতে মদনমোহন মালব্য শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

২০১৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর মদনমোহ মালব্যের ১৫৩তম জন্মবার্ষিকীর আগের দিন তাকে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারতরত্ন (মরণোত্তর) দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

আজ মদনমোহন মালব্যের জন্মদিবস। মদনমোহন মালব্য (১৮৬১১৯৪৬) ছিলেন একজন ভারতীয় শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ। তিনি ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিশিষ্ট নেতা ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের চার বারের সভাপতি। তাকে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বলা হয় এবং মহামনা সম্মানে ভূষিত করা হয়। ১৯১৬ সালে মদনমোহন মালব্য বারাণসীতে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় বা বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি (বি.এইচ.ইউ) প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৫ সালের বি.এইচ.ইউ আইন অনুসারে স্থাপিত। এটি এশিয়ার বৃহত্তম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে কলা, বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, কৃষিবিজ্ঞান, চারুকলা, আইন ও প্রযুক্তি বিভাগে ৩৫,০০০-এরও বেশি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করেন। মদনমোহন মালব্য ১৯১৯ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। মদনমোহন মালব্য চার বার (১৯০৯, ১৯১৩, ১৯১৯ ও ১৯৩২ সাল) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি জাতীয় কংগ্রেস ত্যাগ করে হিন্দু মহাসভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য হিসেবে যোগ দেন।

মদনমোহন মালব্য ছিলেন দ্য ভারত স্কাউট অ্যান্ড গাইডসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বিশেষ প্রভাবশালী ইংরেজি সংবাদপত্র দ্য লিডারের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯০৯ সালে এটি এলাহাবাদে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯২৪ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি হিন্দুস্তান টাইমস পত্রিকার চেয়ারম্যানও ছিলেন। তারই উদ্যোগে ১৯৩৬ সালে এই পত্রিকার হিন্দি সংস্করণ হিন্দুস্তান দৈনিক প্রকাশিত হয়।

১৮৬১ সালের ২৫ ডিসেম্বর ব্রিটিশ ভারতের যুক্তপ্রদেশের (অধুনা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের উত্তরপ্রদেশ রাজ্য) এলাহাবাদ শহরে মদনমোহন মালব্যের জন্ম। তিনি এক গৌড় ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতার নাম পণ্ডিত ব্রিজ নাথ ও মাতার নাম মুনা দেবী। তার পূর্বপুরুষরা ছিলেন অধুনা মধ্যপ্রদেশের মালব (উজ্জয়িনী) অঞ্চলের সংস্কৃত পণ্ডিত। সেই থেকে তারা 'মালব্য' নামে পরিচিত। তাদের প্রকৃত পদবী ছিল চতুর্বেদী। মদনমোহন মালব্যের পিতা ছিলেন সংস্কৃত সন্ডিত। তিনি ভাগবত পুরাণ পাঠ করতেন।

মদনমোহন মালব্য প্রথমে সংস্কৃত পাঠশালা ও পরে একটি ইংরেজি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি পড়াশোনা শুরু করেছিলেন হরদেবের ধর্মজ্ঞানোপদেশ পাঠশালায়। এখানে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে পরে বিদ্যাবর্ধিনী সভার একটি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। পরে তিনি ভর্তি হন এলাহাবাদ জেলা স্কুলে। এখানে পড়ার সময় থেকে তিনি 'মকরন্দ' ছদ্মনামে কবিতা লেখা শুরু করেন। এই কবিতাগুলি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হত।

১৮৭৯ সালে তিনি মুয়ার সেন্ট্রাল কলেজ (অধুনা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। হ্যারিসন কলেজের প্রিন্সিপাল তার জন্য একটি মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন। কারণ, সেই সময় মদনমোহন মালব্যের পরিবার আর্থিক অনটনে পড়েছিলেন। এরপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন।

সংস্কৃতে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে ভর্তি হতে চাইলেও তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভাল না হওয়ায় তার পিতা তাকে পারিবারিক পেশা ভাগবত পাঠের কাজে নিয়োগ করতে চান। ১৮৮৪ সালে মদনমোহন মালব্য এলাহাবাদের গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগ যেন।

১৮৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মদনমোহন মালব্য কলকাতায় দাদাভাই নৌরজির সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। এখানে তিনি কাউন্সিলে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি নিয়ে বক্তৃতা দেন। তার ভাষণে নৌরজি খুশি হননি। সেই সময় এলাহাবাদের নিকটস্থ কালাকঙ্করের শাসক রাজা রামপাল সিং হিন্দুস্তান নামে একটি হিন্দি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি পত্রিকাটিকে দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত করার জন্য একজন যোগ্য সম্পাদক খুঁজছিলেন। মদনমোহন মালব্যের ভাষণে তিনিও খুশি হননি। কিন্তু পত্রিকা সম্পাদনার জন্য তিনি তাকেই প্রস্তাব দেন। তাই ১৮৮৭ সালের জুলাই মাসে মদনমোহন মালব্য শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে সেই জাতীয়তাবাদী দৈনিকটির সম্পাদনার কাজ শুরু করেন। সেখানে তিনি আড়াই বছর কাজ করেছিলেন। এরপর তিনি এলাহাবাদ ফিরে এসে এল.এল.বি পড়া শুরু করেন। সেই সময় এলাহাবাদে তিনি দি ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন নামে একটি ইংরেজি দৈনিকের সহ-সম্পাদনার কাজ শুরু করেন। আইন পড়া শেষ করে তিনি ১৮৯১ সালে এলাহাবাদ জেলা আদালতে ওকালতি শুরু করেন। পরে ১৮৯৩ সালের ডিসেম্বরে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি শুরু অরেন। ১৯০৯ ও ১৯১৮ সালে মদনমোহন মালব্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলে। তিনি ছিলেন একজন নরমপন্থী নেতা। ১৯১৬ সালের লখনউ চুক্তি অনুসারে মুসলমানদের জন্য পৃথক আইনসভার বিরোধিতা করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী তাকে "মহামনা" সম্মানে ভূষিত করেন। ১৯১১ সালে শিক্ষাবিস্তার ও সমাজসেবার জন্য তিনি তার লাভজনক আইনব্যবসা চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করেন। সন্ন্যাস জীবন যাপনের জন্য তিনি সমাজসেবার কাজে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। কিন্তু চৌরিচৌরার ঘটনায় ১৭৭ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীর ফাঁসির হুকুম হলে তিনি আদালতে তাদের হয়ে সওয়াল করেন এবং তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেন।

১৯১২ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতের ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। এই কাউন্সিল ১৯১৯ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভায় রূপান্তরিত হলে তিনি ১৯২৬ সাল পর্যন্ত সেখানকার সদস্য থাকেন। মদনমোহন মালব্য অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। যদিও তিনি আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি ও খিলাফত আন্দোলনে কংগ্রেসের যোগদানের বিরোধিতা করেছিলেন।

১৯২৮ সালে তিনি মতিলাল নেহেরু, জওহরলাল নেহেরু ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে সাইমন কমিশনের বিরোধিতা করেন। ১৯৩২ সালের ৩০ মে, বিলাতি দ্রব্য বর্জন করে ভারতীয় দ্রব্য কেনার আবেদন জানিয়ে তিনি একটি ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করেন। ১৯৩০ সালে তিনি প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

যদিও আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ১৯৩২ সালের ২৫ মে তিনি দিল্লিতে অন্যান্য ৪৫০ জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে গ্রেফতার হন। কিন্তু এই বছরই সরোজিনী নাইডু গ্রেফতার হওয়ার পর তিনি দিল্লিতে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন।ণ্ডা১৮৪ ১৯৩৩ সালে কলকাতায় মদনমোহন মালব্য আবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার আগে মদনমোহন মালব্যই একমাত্র নেতা যিনি চার বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকর (হিন্দুদের অনগ্রসর শ্রেণির প্রতিনিধি) ও মদনমোহন মালব্যের (হিন্দুদের অন্যান্য শ্রেণির প্রতিনিধি) মধ্যে পুনা চুক্তি সাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে স্থির হয় প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে হিন্দুদের অনগ্রসর শ্রেণিগুলির জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং তা হবে আইনসভার মধ্যেই, এর জন্য পৃথক আইনসভা গঠিত হবে না। এর ফলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ড যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মাধ্যমে অনগ্রসর শ্রেণিগুলিকে ৭১টি আসন দিয়েছিলেন, তার বদলে এই শ্রেণিগুলিআইনসভায় ১৪৮টি আসন পায়। এই চুক্তির পর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার আইনটি চুক্তি অনুযায়ী সংশোধিত হয়। এই চুক্তিতে ব্যবহৃত "অবদমিত শ্রেণি" কথাটি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ও ১৯৫০ সালের ভারতীয় সংবিধানে "তফসিলি জাতি ও উপজাতি" শব্দে পরিণত হয়।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুদের জন্য আলাদা আইনসভার বিরোধিতায় মদনমোহন মালব্য মাধব শ্রীহরি আনের সঙ্গে কংগ্রেস ছেড়ে কংগ্রেস ন্যাশানালিস্ট পার্টি গঠন করেন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনে এই দল কেন্দ্রীয় আইনসভায় ১২টি আসন পেয়েছিল।

১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে অ্যানি বেসান্ত মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে দেখা করেন। তারা স্থির করেন বারাণসীতে একটি সাধারণ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবেন। বেসান্তের প্রতিষ্ঠিত সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজের সহকারী ফেলোগণ সহ বেসান্ত স্থির করেন যে এই কলেজ নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হবে। সরকারও তাতে রাজি হয়। ১৯১৫ সালের কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় আইন বলে ১৯১৬ সালে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এটি ভারতের একটি বিশিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৯৩৯ সালে মদনমোহন মালব্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তার পরে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ (পরবর্তীকালে যিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন) এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন।

ভারত থেকে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও হরিজন আন্দোলনকে পরিচালনার ক্ষেত্রে মদনমোহন মালব্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৩৩ সালে তার সভাপতিত্বে আয়োজিত একটি সম্মেলনে হরিজন সেবক সংঘ স্থাপিত হয়।

মদনমোহন মালব্য বলেছিলেন, "যদি তুমি মানবাত্মার আন্তরিক পবিত্রতায় বিশ্বাস কর, তবে তুমি বা তোমার ধর্ম কখনই অন্য মানুষের স্পর্শ বা সঙ্গতে অপবিত্র বা কলুষিত হতে পারে না।"

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে তিনি একটি হিন্দু পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। তিনি হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্য বলে পরিচিত মানুষদের মন্ত্রদীক্ষা দিতেন। তিনি বলেছিলেন, "মন্ত্র দ্বারা তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব।"

তিনি মন্দির ও অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রে বর্ণের বাধা দূরীকরণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। মূলত তারই উদ্যোগে হিন্দু মন্দিরে অস্পৃশ্যরা প্রবেশাধিকার পায়। ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে হিন্দু দলিত (হরিজন) নেতা পি. এন. রাজভোজ ২০০ জন অনুগামী নিয়ে রথযাত্রার দিন কলারাম মন্দিরে প্রবেশাধিকার চান। মদনমোহন মালব্য কলারাম মন্দিরের পুরোহিতদের উপস্থিতিদের তাদের দীক্ষা দিয়ে মন্দিরে প্রবেশের ব্যবস্থা করে দেন। পরে এঁরা রথযাত্রা উৎসবেও অংশ নেন।

মদনমোহন মালব্য বলেছিলেন, "যদি তুমি মানবাত্মার আন্তরিক পবিত্রতায় বিশ্বাস কর, তবে তুমি বা তোমার ধর্ম কখনই অন্য মানুষের স্পর্শ বা সঙ্গতে অপবিত্র বা কলুষিত হতে পারে না।"

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে তিনি একটি হিন্দু পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। তিনি হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্য বলে পরিচিত মানুষদের মন্ত্রদীক্ষা দিতেন। তিনি বলেছিলেন, "মন্ত্র দ্বারা তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব।" তিনি মন্দির ও অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রে বর্ণের বাধা দূরীকরণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। মূলত তারই উদ্যোগে হিন্দু মন্দিরে অস্পৃশ্যরা প্রবেশাধিকার পায়। ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে হিন্দু দলিত (হরিজন) নেতা পি. এন. রাজভোজ ২০০ জন অনুগামী নিয়ে রথযাত্রার দিন কলারাম মন্দিরে প্রবেশাধিকার চান। মদনমোহন মালব্য কলারাম মন্দিরের পুরোহিতদের উপস্থিতিদের তাদের দীক্ষা দিয়ে মন্দিরে প্রবেশের ব্যবস্থা করে দেন। পরে এঁরা রথযাত্রা উৎসবেও অংশ নেন। ১৯০১ সালে মদনমোহন মালব্য এলাহাবাদে হিন্দু হোস্টেল (হিন্দু বোর্ডিং হাউস) নামে একটি ছেলেদের হোস্টেল স্থাপন করেন। ১৯৪৬ সালের ১২ নভেম্বর বারাণসীতে মদনমোহন মালব্য শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ২০১৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর মদনমোহ মালব্যের ১৫৩তম জন্মবার্ষিকীর আগের দিন তাকে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারতরত্ন (মরণোত্তর) দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও দর্শন উপলব্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে -শিরীন শারমিন চৌধুরী

মনির হোসেন,ঢাকা, ২৮ আগস্ট।।বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি বলেছেন, বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য বঙ্গবন্ধু সারাজীবন কাজ করে গেছেন। শোষিত বঞ্চিত বাঙালির জীবন মানের উন্নয়নই ছিল বঙ্গবন্ধুর নিরন্তর প্রচেষ্টা। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও দর্শন উপলব্ধির মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে।

তিনি সোমবার রাজধানীস্থ ওসমানী মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদাত বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে গোপালগঞ্জ জেলা সমিতি ঢাকা আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে এসব কথা বলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মুহাম্মদ ফারুক খান এমপি এবং উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ বক্তব্য প্রদান করেন।

গোপালগঞ্জ জেলা সমিতি ঢাকার সভাপতি শেখ কবির হোসেনের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, সমিতির প্রধান সমন্বয়কারী মোল্লা মোঃ আবু কাওছার এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সাধারণ সম্পাদক শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার। অনুষ্ঠানের মুখ্য আলোচক হিসেবে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের কিউরেটর মোঃ নজরুল ইসলাম খান, সম্মানিত অতিথি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকা ২১৭-গোপালগঞ্জ- ৩ আসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি ও সাবেক সচিব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার বক্তব্য প্রদান করেন।

স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের উচ্চকিত কণ্ঠ। তিনি বলেন, গোপালগঞ্জের মানুষ ভাগ্যবান যে তাদের মাটি হতে বঙ্গবন্ধু খোকা থেকে জনমানুষের নেতায় পরিনত হন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন মহাজাগরণের পথিকৃত।

ব্যক্তিগত জীবনের সকল চাওয়া পাওয়ার ঊর্ধে উঠে দেশের জন্য কাজ করেছেন তিনি। স্পীকার বলেন, ক্ষমতার প্রতি বঙ্গবন্ধুর কোন আকর্ষণ ছিল না বলেই তিনি বলতে পেরেছিলেন "আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না, আমি এদেশের মানুষের অধিকার চাই"।

স্পীকার বলেন, বর্তমানে বিভিন্ন সেক্টরে নেতৃত্ব গুণাবলী সম্পন্ন মানবসম্পদ তৈরিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে কিন্তু বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন জন্মগত নেতা। তিনি বাল্যকাল থেকেই অন্যায়ের প্রতি আপোষহীন ছিলেন। স্পীকার বলেন, বঙ্গবন্ধু ভাগ্যহত মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য রাজনীতি করেছেন এবং বারবার কারা অন্তরীণ হয়েছেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু সারাজীবন বাঙালির জন্য করণীয় সবকিছুই করেছেন। তাই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নত- সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে নতুন প্রজন্মকে অগ্রসর হতে হবে।

এসময় স্পীকার এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য গোপালগঞ্জ জেলা সমিতি ঢাকাকে ধন্যবাদ জানান। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। গোপালগঞ্জ জেলা সমিতি ঢাকার সকল পর্যায়ের সদস্যবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং গণমাধ্যম কর্মীরা এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শীতের জন্য ১১ অক্টোবর বন্ধ হচ্ছে উত্তরাখণ্ডের হেমকুন্ড সাহিব এবং লোকপালের দরজা

গোপেশ্বর, ২৮ আগস্ট (হি.স) : উত্তরাখণ্ডের হেমকুন্ড সাহিব এবং লোকপালের দরজা ১১ অক্টোবর থেকে বন্ধ রাখার নির্দেশিকা জারি করেছে হেমকুন্ড সাহিব ম্যানেজমেন্ট ট্রাস্ট। উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় অবস্থিত শিখদের পবিত্র স্থান হেমকুন্ড সাহিব এবং লোকপালের দরজা বন্ধ রাখার কথা জানিয়েছেন নরেন্দ্রজিৎ সিং বিন্দ্রা। তিনি গুরুদ্বার শ্রী হেমকুন্ড সাহিব ম্যানেজমেন্ট ট্রাস্টের সভাপতি।

তিনি জানিয়েছেন, হেমকুন্ড সাহেব গুরুদ্বারের দরজা ঠাণ্ডার জন্য ১১ অক্টোবর দুপুর ১ টায় বন্ধ হয়ে যাবে। নরেন্দ্রজিৎ সিং বিন্দ্রা বলেন, চলতি বছরের ২০ মে থেকে হেমকুণ্ড সাহিব যাত্রা শুরু হয়েছে। দরজা খোলার সময় প্রবল তুষারপাত, আবহাওয়া পরিবর্তন ও বৃষ্টির মধ্যেও এখনও পর্যন্ত ২,২৭,৫০০ ভক্ত গুরুর দরবারে উপস্থিত হয়েছেন। আবহাওয়া পরিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দঘাট থেকে ঘাঙ্গারিয়া পর্যন্ত হেলিকপ্টার সার্ভিসও চালু করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।

নগাঁওয়ের জখলাবন্ধায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত ভোলে-ব্যোম পুণ্যার্থীদের গাড়ি, আহত তরুণী সহ ১১

নগাঁও (অসম), ২৮ আগস্ট (হি.স.) : নগাঁওয়ের জখলাবন্ধায় দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে ভোলে-ব্যোম পুণ্যার্থীদের গাড়ি। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন দুই তরুণী সহ ১১ জন পুণ্যার্থী।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, ডিজেল চালিত এএস ১২ এসি ১৭০৩ নম্বরের একটি টেম্পোয় চড়ে আজ ভোররাতে নগাঁও জেলার জেলার অন্তর্গত আমলখির ডিজুবস্তি থেকে হাতিমূড়ায় যাচ্ছিলেন ১১ জন ভোলে-ব্যোম পুণ্যার্থীর এক দল। কিন্তু জখলবন্ধায় ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে এএস ১২ সিসি ২০৪৩ নম্বরের একটি পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় উল্টে যায় যাত্রীবাহী টেম্পো। এতে দুই যুবতী সহ ১১ জন ভোলে-ব্যোম পুণ্যার্থী ঘায়েল হয়েছেন।

দুর্ঘটনায় আহত ১১ জনকে কলিয়াবর মহকুমা অসামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে সংকটজনক বলে পাঁচজনকে পাঠানো হয়েছে তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

প্রয়াত বাংলাদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী মতিউর রহমান

ঢাকা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : প্রয়াত বাংলাদেশের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রধান স্তম্ভ মতিউর রহমান। রবিবার রাত ১১টার দিকে নেক্সাস হাসপাতালে তিনি প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তাঁর মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী শোক জ্ঞাপন করেছেন।

স্থানীয় গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, মতিউর রহমানের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তার বড় ভাই জিয়াউদ্দিন আহমেদ ও ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোয়াজ্জম হোসেন বাবুল। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও তিন মেয়ে রেখে গেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। তিনি নেক্সাস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার সকালে এক শোকবার্তায় প্রাক্তন মন্ত্রী ও মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ ও শিক্ষায় মতিউর রহমানের অবদান বাংলাদেশ চিরকাল মনে রাখবে। একুশী পদকপ্রাপ্তের মৃত্যুতে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, মতিউর রহমান আওয়ামী লীগের একজন নিবেদিতপ্রাণ নেতা ছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তার সকল দায়িত্ব পালন করেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে পশ্চিম অঞ্চল কাউন্সিলের বৈঠক শুরু

গান্ধীনগর, ২৮ আগস্ট (হি.স) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ-র সভাপতিত্বে সোমবার পশ্চিম অঞ্চল কাউন্সিলের বৈঠক শুরু হয়েছে। গান্ধীনগরের হোটেল লীলায় ২৬তম এই বৈঠক শুরু হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যগুলির ক্ষমতায়ন এবং কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে নীতি কাঠামোতে আরও ভাল পারস্পরিক বোঝাপড়ার জন্য সমবায় ফেডারেলিজমের প্রচেষ্টার উপর জোর দিয়েছেন। সোমবার কাউন্সিলের এই বৈঠকে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, গুজরাট, গোয়া, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন দিউ-এর প্রশাসকরা যোগ দিয়েছেন।

রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্য সচিব, উপদেষ্টা এবং অন্যান্য ঊর্ধতন কর্মকর্তা ছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব, আন্তঃ রাজ্য পরিষদের সচিব এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বেশ কয়েকটি ঊর্ধতন কর্মকর্তা বৈঠকে যোগ দিয়েছেন।

বৈঠকে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে সেগুলি হল সরাসরি সুবিধা স্থানান্তর (ডিবিটি), টেলিযোগাযোগ/ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, খনিজ, জল সরবরাহ, পরিবেশ, বন এবং রাজ্যগুলির পুনর্গঠন।

রাজ্য পুনর্গঠন আইন, ১৯৫৬-এর ১৫-২২ ধারার অধীনে, ১৯৫৭ সালে দেশে ৫টি জোনাল কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই পাঁচটি জোনাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। বৈঠকে সোমবার যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে সেগুলি হল, গুজরাটের গ্রামগুলির প্রান্তিক সমস্যা, গুজরাটের জমি দিউ-দমনে হস্তান্তরের সমস্যা, ব্যাঙ্কগুলির শাখা, পোস্টাল ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যা, আধার কার্ড এবং ডিবিটি ইস্যু করা ইত্যাদি। এছাড়াও ব্যাঙ্কগুলির শাখা, পোস্টাল ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যা, আধার কার্ড, নারী বিরোধী মামলা, ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির মামলার দ্রুত তদন্ত, ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে আসা মামলাগুলির দ্রুত সমাধান, গুজরাট থেকে দিউতে পাঠানো জলের উপর ক্রমাগত শুল্ক চার্জ বৃদ্ধি করা, মোটরযান স্ক্র্যাপ নীতি, পিএসিএস বাস্তবায়নের অবস্থা, আয়ুষ্মান যোজনা, অপুষ্টি, স্কুল ড্রপ আউট অনুপাত, সমস্ত রাজ্যের উপস্থাপনা- এইসব বিষয়গুলিও আলোচনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

রাজ্য সড়ক অবরোধ, প্রতিবাদে শামিল আদিবাসী একতা মঞ্চ

বাঁকুড়া, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : খাতড়ায় জোর করে আদিবাসীদের দখলে থাকা জমি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগে অশান্তি দেখা দেয়। বাধা দিতে গেলে আদিবাসীদের গালিগালাজ এবং হুমকি দেওয়া হয়। ঘটনার প্রতিবাদে খাতড়ার রাজাপাড়া ও খড়বনমোড়ের দুটি জায়গায় বাঁকুড়া রানীবাঁধ রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে আদিবাসী একতা মঞ্চ।

এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে স্থানীয় কয়েকজন তৃনমূল কর্মীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত তৃনমূল কর্মীদের গ্রেফতার না করা পর্যন্ত অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে আদিবাসী একতা মঞ্চ।

স্থানীয় সূত্রের খবর, বাঁকুড়ার খাতড়া ব্লকের কাঁদনাশোলের কাছে বেশ কিছুদিন ধরেই একটি জমি আদিবাসীদের দখলে রয়েছে। অভিযোগ, রবিবার স্থানীয় কিছু তৃনমূল কর্মী আদিবাসীদের ওই জমির দখল থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করে। এই ঘটনায় স্থানীয় কিছু আদিবাসী যুবক বাধা দিতে গেলে তাঁদের ব্যাপক গালিগালাজ করা হয় বলে অভিযোগ। বিষয়টি জানাজানি হতেই, মাঠে নামে আদিবাসী একতা মঞ্চ।

সোমবার সকালে মঞ্চর কর্মী সমর্থকরা অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবীতে খড়বনমোড় ও রাজাপাড়া মোড়ের কাছে জমায়েত করে। সেখানে উপস্থিত হয়ে রাজ্য সড়কে অবরোধ শুরু করে। যতক্ষণ পর্যন্ত অভিযুক্ত তৃনমূল কর্মীদের গ্রেফতার না করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে আদিবাসী একতা মঞ্চ। অন্যদিকে, পৃথক একটি ঘটনায় প্রতিবেশী আদিবাসী পরিবারকে গালিগালাজ করেন খাতড়ার প্রাক্তন তৃনমূল নেতা বিদ্যুৎ দাস। আদিবাসী একতা মঞ্চ আন্দোলনে নামতেই তাঁকে আটক করেছে খাতড়া থানার পুলিশ। এদিন অবরোধস্থল থেকে আটক হওয়া বিদ্যুৎ দাসের কঠোর শাস্তির দাবী জানিয়েছে আন্দোলনকারী আদিবাসী একতা মঞ্চর কর্মীরা। দুটি বিষয় নিয়েই তৃনমূলের কেউ মুখ খুলতে চাননি।

মঙ্গলবার হকির জাদুকরের ১২৮ তম জন্মদিন

শান্তি রায় চৌধুরী

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : মেজর ধ্যানচাঁদ ছিলেন একজন ভারতীয় হকি খেলোয়াড়।ধ্যানচাঁদের জন্ম ১৯০৫ সালের ২৯ আগস্ট উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদের এক রাজপুত ব্রাহ্মণ পরিবারে।

ভারতীয় হকি দলের এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বিশ্ব হকির সর্বকালের শ্রেষ্ঠ তারকা খেলোয়াড় হিসাবেই গণ্য হন। তিনি এমন ভারতীয় হকি দলের সদস্য ছিলেন যে দল পরপর তিনটি (১৯২৮ আমস্টারডাম , ১৯৩২ লস অ্যাঞ্জেলেস এবং ১৯৩৬ এর বার্লিন) অলিম্পিকেই বিশ্বজয়ীর জয়মাল্য (স্বর্ণপদক) লাভ করেন। তাঁর জন্ম তারিখটি ভারতে জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসাবে পালিত হয়।

ফুটবলে পেলে, ক্রিকেটে ব্র্যাডম্যানের সমকক্ষ হিসাবে হকিতে ধ্যানচাঁদকেই গণ্য করা হয়। বল তার হকি স্টিকে এতটাই আটকে যেত যে, প্রতিপক্ষ প্রায়ই সন্দেহ করত যে সে জাদুর কাঠি নিয়ে খেলছে। ইংল্যান্ডে তাকে হকির জাদুকর বলা হতো।হল্যান্ডেও চুম্বক সন্দেহে তার হকি স্টিককে ভেঙে নতুন হকি স্টিক দেয়া হয়েছিল। জাপানে ধ্যানচাঁদের হকি স্টিকে যেভাবে বল লেগে থাকত, তা দেখেই বলা হত তাঁর হকি স্টিকে আঠা লাগানো আছে। ধ্যানচাঁদের ছন্দোময় হকি খেলা দেখে সারা বিশ্ব বিস্ময় প্রকাশ করত। তার ক্রীড়া নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে জার্মানির রুডলফ হিটলারের মতো একগুঁয়ে সম্রাট তাকে জার্মানির হয়ে খেলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিংবদন্তি এই হকি তারকার অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে, চার হাতে চারটি হকি স্টিক সহ একটি মূর্তি স্থাপন করে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে যে ধ্যানচাঁদ কত বড় খেলোয়াড় ছিলেন।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার ভারতীয় হকির অবিস্মরণীয় প্রতিভার ধ্যানচাঁদকে ভারতের মর্যাদাপূর্ণ বেসামরিক সম্মান পদ্মভূষণে সম্মানিত করে। ভারতে ধ্যানচাঁদের জন্মদিনকে জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসাবে পালিত হয়ে থাকে। ২০১২ সালে থেকে তার স্মৃতিতে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে আজীবন কৃতিত্বের জন্য সর্বোচ্চ পুরস্কার মেজর ধ্যানচাঁদ পুরস্কার দেওয়া হয়। জাতীয় ক্রীড়া দিবসে রাষ্ট্রপতি খেলাধুলায় অসামান্য পারফরম্যান্সের জন্য মেজর ধ্যানচাঁদ পুরস্কার প্রদান করে থাকেন।

এই কিংবদন্তির শেষ জীবনটা ভাল যায় নি। উত্তর প্রদেশের ঝাঁসিতে জীবনের শেষ দিনগুলি কেটেছে অর্থকষ্টে। শেষের দিকের লিভারের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন। চিকিৎসা চলছিল দিল্লির অখিল ভারতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান সংস্থানে। সেখানে ১৯৭৯ সালের ৩ ডিসেম্বর ৭৪ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ঝাঁসিতে 'ঝাঁসি হিরোজ' ময়দানে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের দেওয়া পূর্ণ সামরিক মর্যাদায়।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও সোনার ছেলে নীরজ

বুদাপেস্ট, ২৮ আগস্ট(হি.স.) : রবির মাঝরাতে ভারত পেল দারুন খবর। অলিম্পিকে সোনা জিতে ইতিহাস লিখেছিলেন। এবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও সোনা জিতে ইতিহাস গড়লেন। বুদাপেস্টে নীরজ চোপড়া গড়লেন এই ইতিহাস। গত বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে রুপো নিয়ে ফিরেছিলেন। এ বার সোনার পদক নিয়ে ফিরলেন। ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে ব্যক্তিগত ইভেন্টে ভারতের প্রথম অলিম্পিক সোনাজয়ী নীরজ। টোকিওয় সেই নজির গড়েছিলেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও প্রথম সোনা বিঁধল তাঁর বর্শাতেই।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে জ্যাভলিন ফাইনালের ভারতের তিনজন যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। নীরজ চোপড়া ছাড়া ছিলেন কিশোর জেনা, ডিপি মনু। ৮৮.১৭ মিটার ছুঁড়ে সোনা নিশ্চিত করেন নীরজ চোপড়া। আর কিশোর (৮৪.৭৭মিটার), মনু (৮৪.১৪ মিটার) পাঁচ ও ছয়ে শেষ করেন। মরসুমের সেরা থ্রো করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো নাদিমের (৮৭.৮২)।

ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, মূল আকর্ষণ মমতাই

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : সোমবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে মেয়ো রোডের সমাগম, মূল আকর্ষণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই মেয়ো রোডে তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র সমাবেশ চলছে । ১৯৯৮ সালে কংগ্রেস থেকে তৃণমূল কংগ্রেস গঠনের পর থেকে ২৫ বছর পার হল। এই সিকি শতক তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আগামী বছর লোকসভা নির্বাচন রয়েছে তার আগে সোমবার এই শেষ ছাত্র সম্মেলন গান্ধিমূর্তির পাদদেশে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মঞ্চ থেকে কী বার্তা দেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাবেশ মঞ্চে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, রাজন্যা হালদাররা উপস্থিত রয়েছেন। একইভাবে উপস্থিত রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন ছাত্র নেতৃত্ব। এদিনের সবার মূল আকর্ষণ অবশ্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্ধারিত সময়ের আগেই সভাস্থলে সমবেত হয়েছেন প্রচুর লোক।

দত্তপুকুর বিস্ফোরণ: বাড়ছে মৃতের সংখ্যা, পুকুরে মিলল মুন্ডুহীন দেহ

দত্তপুকুর, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : বাড়ছে দত্তপুকুর বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা। রবিবার গভীর রাতে হাসপাতালে মৃত্যু হল ঘটনার অভিযুক্ত সামসুর আলির। এদিকে সোমবার সকালে ঘটনাস্থলের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি কাটা মুণ্ড। পুকুরে মিলেছে মুণ্ডহীণ দেহ। ফলে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয় ৯। তবে এখনও সবাইকে শনাক্ত করা যায়নি বলেই খবর।

ঘটনার পর একদিন পেরিয়ে গেলেও এখনও দত্তপুকুরের মোছপোলের পরিস্থিতি খুব একটা বদলায়নি। এদিকে, বিস্ফোরণকাণ্ডের পর পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে রবিবার রাতেই রাজ্য পুলিশের ডিজির সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধায়। পুলিশ প্রশাসনকে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন। ইতিমধ্যে বম্ব স্কোয়াড ঘটনাস্থলে গিয়ে খতিয়ে দেখেছে সব। ফরেনসিক দলের সোমবার যাওয়ার কথা মোছপোল এলাকায়।

ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে কংগ্রেস নেতা কৌস্তভ বাগচীকে ঘিরে অশান্তি

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি স)। তরুণ কংগ্রেস নেতা কৌস্তভ বাগচীকে কেন্দ্র করে সোমবার মহাজাতি সদনে যথেষ্ট অশান্তির সাক্ষী রইল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান।

বিতর্ক এড়াতে ছাত্র পরিষদের অনুষ্ঠানে এদিন তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। যদিও কৌস্তভ জানিয়েছিলেন, তিনি যাবেনই। সেই কথা অক্ষরে অক্ষরে রেখে সোমবার মহাজাতি সদনে ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে জোর করেই ঢুকলেন কৌস্তভ।

প্রবেশের সময়ে তাঁকে বাধা দেওয়া হয়। তবে ধাক্কাধাক্কি করে, বাধা পেরিয়ে সোজা অনুষ্ঠান মঞ্চে পৌঁছে যান তরুণ নেতা। কিন্তু তিনি বেরনোর মুখে আবার বিক্ষোভ শুরু হয়। ব্যাপক ধস্তাধস্তি হয়। কৌস্তভের অভিযোগ, তাঁকে মারার চক্রান্ত করা হয়েছে।

সবমিলিয়ে গত বছর এই অনুষ্ঠান থেকেই নানা বিতর্কিত কথা বলে কংগ্রেস হাইকমান্ডকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে, সভা ভণ্ডুলের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছিল দলের এই তরুণ নেতার বিরুদ্ধে। তৃণমূলের প্রতি নিজের দলের নরম মনোভাবই ছিল তাঁর আপত্তির বিষয়। এবারও তিনি তেমন কিছু ঘটাতে পারেন, এই আশঙ্কায় কৌস্তভকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণই জানানো হয়নি। তা হাইকমান্ডের নির্দেশে বলেই জানা যায়।

কিন্তু কৌস্তভ সাফ জানিয়েছিলেন, "পার্টিটা কারও সম্পত্তি না। আমন্ত্রণ জানানো হয়নি ঠিকই। কিন্তু আমি যাবই। দেখি কে কী বলে। ঝামেলা করলে পালটা ঝামেলা হবে। কে কাকে সন্তুষ্ট করতে এসব করছে, সব জানি।"

হরিয়ানার নুহ জেলায় জলাভিষেক যাত্রা উপলক্ষে প্রশাসনের তৎপরতা তুঙ্গে

নুহ, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : হরিয়ানার নুহ জেলায় সোমবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের ডাকা জলাভিষেক যাত্রাকে কেন্দ্র করে তৎপর রয়েছে প্রশাসন।

গতবারের মতো সমস্যা এড়িয়ে, জলাভিষেক যাত্রা যাতে নির্বিঘ্নে হতে পারে তার জন্য জেলার সব সীমান্ত সিল করে দিয়েছে হরিয়ানা প্রশাসন। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ভুল তথ্য ও গুজব ছড়ানো রুখতেই ইন্টারনেট পরিষেবা শনিবার বিকেল থেকে বন্ধ রাখা হয়েছে। জেলায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। নলহার মন্দিরে নিরাপত্তা বলয় জোরদার করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক ধীরেন্দ্র খড়গাতা জানান, ২৮ আগস্ট জলাভিষেক যাত্রাকে কেন্দ্র করে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাত্রায় জড়িতদের সীমান্তেই থামানো হবে। রবিবার সন্ধ্যা থেকে জেলার সব সীমান্ত সিল করে দেওয়া হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ৫৭ জন বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়েছে। সোমবার সকাল ১১টায় আধিকারিকদের বৈঠক হবে। ফরিদাবাদের বিভাগীয় কমিশনার বিকাশ যাদব ছাড়াও, এডিজিপি মমতা সিং, নোডাল অফিসার অজিত বালাজি যোশী এবং পুলিশ সুপার নরেন্দ্র বিজারানিয়া সহ বেশ কয়েকজন আধিকারিক সোমবার এই বৈঠকে যোগ দেবেন। পুলিশ ছাড়াও, আরএএফ, আইটিবিপি এবং অন্যান্য আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যদের জেলার সীমান্তে মোতায়েন করা হয়েছে। ২৮ আগস্ট সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। ব্যাংকগুলোও বন্ধ থাকবে।

মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার মহাকাল দর্শনে ভিড় উপচে পড়ছে

উজ্জয়িনী, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে মহাকাল দর্শনে ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ছে। সোমবার সকাল থেকেই ভক্তরা উজ্জয়িনীর বিখ্যাত জ্যোতির্লিঙ্গ ভগবান মহাকাল মন্দিরে ভিড় জমিয়েছে।

রবিবার মধ্যরাত থেকেই ভক্তরা আসতে শুরু করেছে। সোমবার দুপুর ২টো ৩০ মিনিট নাগাদ দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরা মহাকালের জয়ধ্বনি দেবে। ভস্ম আরতিতে বিপুল সংখ্যক ভক্ত অংশগ্রহণ করেন বলে জানা গিয়েছে।

এরপর শুরু হয় দর্শন প্রক্রিয়া। মানুষ সারিবদ্ধভাবে লাইন দিয়ে মহাকাল মন্দিরে প্রবেশ করে।

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানও আজ মহাকাল মন্দির দর্শনে আসবেন। এই মন্দিরে ভস্ম আরতি দেখার জন্য ভক্তরা রাত ১২টা থেকে লাইন দিতে শুরু করে। ভোরের ঠিক আগে ভগবান মহাকালকে প্রথম ভস্ম আরতিতে পুজো করা হয়। গর্ভগৃহে স্থাপিত ভগবানের সমস্ত মূর্তিকে অভিষেক করে দুধ, দই, ঘি, চিনি, মধু দিয়ে তৈরি পঞ্চামৃত দিয়ে পুজো করা হয়। হরিওম জল ও কর্পূর আরতি দেওয়ার পর শণ, চন্দন, আবির সহ মহাকালের মাথায় চাঁদ ও অলংকার দিয়ে রাজার রূপে সাজানো হয়। তারপরে, ভগবানকে ভস্ম নিবেদন করা হয়।

ভস্ম আরতিতে বিপুল সংখ্যক ভক্ত অংশগ্রহণ করেন।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

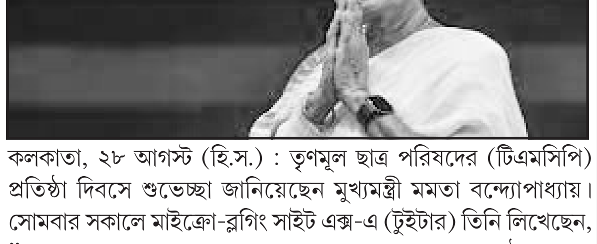

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সকালে মাইক্রো-ব্লগিং সাইট এক্স-এ (টুইটার) তিনি লিখেছেন, "মোদের চক্ষে জ্বলে জ্ঞানের মশাল বক্ষে ভরা বাক, কণ্ঠে মোদের কুণ্ঠ-বিহীন নিত্য কালের ডাক। সারা বাংলায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হচ্ছে এতে আমি গর্বিত। প্রাক্তন ছাত্রনেতা হিসেবে দেশ গঠনে ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা ও শক্তি বিষয়টি আমি বুঝতে পারি। ছাত্র পরিষদের সকল তরুণ এবং আবেগপ্রবণ মনের দৃষ্টিভঙ্গি ও অঙ্গীকারকে আমি কুর্ণিশ জানাই। উজ্জ্বল ভারতের জন্য গণতন্ত্র, মূল্যবোধ ও অগ্রগতির হয়ে আমরা একসঙ্গে কাজ করব। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে জাতীয়তাবাদী অভিনন্দন।"

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়েছেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এক্স হ্যান্ডেলে তৃণমূল নেতা লেখেন, "তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে, আমার তরুণ সহকর্মীদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। তাঁদের দৃঢ়চেতা মনোভাব আমাদের দলের শক্তি এবং অগ্রগতির ভিত্তি হিসাবে কাজ করে! আগামী দিনে, আমাদের ছাত্র নেতারা হবে পরিবর্তনের স্থপতি, ভারতকে সম্প্রীতির এক নতুন যুগে নিয়ে যাবে।"

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বাবরশা মন কেড়েছে বিদেশিদেরও কোথায় মেলে এই ঐতিহাসিক পদ?

শ্রীকান্ত পাত্র, ঘাটাল: বাবরশা! হোয়াট ইজ দিস? গত জানুয়ারি মাসে শীতের সময় হুগলির কামারপুকুর যাওয়ার পথে চন্দ্রকোনার ক্ষীরপাই মোড়ে গাড়ি থামিয়ে চা পান করতে নেমেছিলেন সস্ত্রীক জন স্টিফেন। সুদূর মার্কিন মুলুক থেকে এসেছিলেন তিনি। ক্ষীরপাই হালদার দিঘির মোড়ে দোকানের শো কেশে সাজানো বিচিত্র ওই খাবারের ধরণ দেখে দোকানিকে এই প্রশ্নই করেছিলেন। জন স্টিফেন একজন লোকসংস্কৃতি গবেষক। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি গবেষণা করছেন লোকসংস্কৃতি নিয়ে। পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ক্ষীরপাইয়ের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মী তনুপ ঘোষ। তিনি জন স্টিফেনকে ভাঙা ইংরেজিতে বুঝিয়েছিলেন, এ নেম অফ এ সুইট মেড অফ।
সেই বাবরশার জিআই (জিওগ্রাফিক্যাল ইনডিকেশন) তকমা পেতে জেলা ও রাজ্য প্রশাসনের কাছে আবেদন করল ক্ষীরপাই পুরসভা কর্তৃপক্ষ ও ক্ষীরপাই পুরসভার ব্যবসায়ীরা।
ক্ষীরপাই পুর শহর বিখ্যাত তার বাবরশা মিষ্টির জন্য। ক্ষীরপাই পুরসভা কর্তৃপক্ষের দাবি, এমন ধরনের মিষ্টি ভূ-ভারতে নেই। তাহলে তার জিআই তকমা পাবে না কেন? বলাই বাহুল্য, বাবরশা মিষ্টির জিআই তকমার দাবি কয়েক বছরের। ক্ষীরপাই পুর শহর প্রায় দেড়শো বছরের প্রাচীন। তার আগে থেকেও প্রাচীন জনপদ হিসাবে খ্যাত ক্ষীরপাই। এখানে আর্মেনিয়ানরা কুঠি বানিয়েছিল ইংরেজ আমলে। ময়দা ও ঘিয়ের ময়াম দিয়ে মেখে ঘিয়ে ভাজা শত ছিদ্র এই মিষ্টির জন্ম নিয়ে নানা কথা প্রচলিত।
ক্ষীরপাই পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৭৪০ থেকে ১৭৬০ সালে বর্গির আক্রমণ ঠেকাতে এডওয়ার্ড বাবর নামে এক ব্রিটিশ প্রশাসক এসেছিলেন ক্ষীরপাইয়ে। তখন সেই জনপদের অলিতে-গলিতে তৈরি হত এই মিষ্টি। কোনও নাম ছিল না। কথিত আছে, এডওয়ার্ডের দাপটে বর্গি হানা থেমে গিয়েছিল। খুশি হয়ে এক মিষ্টি ব্যবসায়ী নাকি তাঁকে ঘিয়ের কড়া পাকে ভেজে এই মিষ্টি খাইয়ে ছিলেন। তাতেই এডওয়ার্ডের দিল খুশ হয়ে যায়। তাঁর নামেই নাকি সেই মিষ্টির নাম হয়ে যায় বাবরশা। যদিও এই নামকরণ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।
কিন্তু নামে কি এসে যায়! বললেন ক্ষীরপাই পুরসভার টানা ৩০ বছরের চেয়ারম্যান দুর্গাশংকর পান। তিনি বলেন, "এই ধরণের মিষ্টি ভূ-ভারতে নেই। তাই আমাদের অনেক দিনের দাবি এই মিষ্টির জিআই তকমার। গত কয়েক বছর ধরে আমরা চেষ্টা করে চলেছি। এখানকার ব্যবসায়ীরাও অনেক দিন থেকে দাবি করে আসছেন।"
মূলত রসগোল্লার জিআই তকমার বিতর্কের সময়ই এই বাবরশার জিআই তকমার বিষয়টিও সামনে আনা হয়েছিল। তিনি বলেন, "সব বাধা কাটিয়ে শুক্রবার বাবরশা সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র আমরা তুলে দিয়েছি জেলা প্রশাসনের হাতে। আর তার কপি দেওয়া হয়েছে রাজ্য প্রশাসনের কাছেও।"
ক্ষীরপাই ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি তথা পুর শহর তৃণমূল সভাপতি বীরেশ্বর পাহাড়ি বলেন, "ক্ষীরপাই শহরের ব্যবসায়ীরা অনেক দিন ধরেই বাবরশা মিষ্টির জিআই তকমার দাবি করে আসছেন। আমরাও চাই এই মিষ্টি জিআই তকমা পাক। জিআই তকমার জন্য সবরকম চেষ্টা করা হয়েছে। পুরসভার পক্ষ থেকেও চেষ্টা করা হচ্ছে।"

ওভেন ছাড়াই বাড়িতে বানিয়ে ফেলুন স্পঞ্জ কেক

সামনেই বড়দিন। কেক ছাড়া বড়দিন তো জমবেই না। তার উপর সেই কেক যদি নিজের হাতের তৈরি হয়, তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু বাড়িতে ওভেন নেই? ভাবছেন কেক বানাবেন কি করে? নো চিন্তা। ঝটপট জেনে নিন ওভেন ছাড়াই স্পঞ্জ কেক বানানোর পদ্ধতি।
মাখন -১/৪ কাপ, চিনি- ৩/৪ কাপ, দুধ ১/৪ কাপ, ময়দা ১ কাপ,কোকো পাউডার ১/৪ কাপ, বেকিং পাউডার- দেড় চা চামচ, ডিম-২ টি, নুন খুব সামান্য,ভ্যানিলা এসেন্স-১ চা চামচ, বেকিং মোল্ড বা অ্যালমোনিয়ামের বাটি।
তৈরি করুন এভাবে-
একটা বাটিতে ডিম ভালো করে ফেটিয়ে নিন। ৪-৫ মিনিট ধরে ভাল করে ফেটিয়ে নিন। যতক্ষণ না ঘন হয়ে আসছে। এবার তার মধ্যে মাখন দিয়ে আরও কিছুক্ষণ ফেটিয়ে নিন। তারপর চিনি দিন। সমস্তটা মিশে গেলে এবার তাতে অল্প অল্প করে ময়দা-কোকো পাউডার চালুনি দিয়ে চেলে মিশিয়ে নিন, নাড়তে থাকুন। এরপর দুধ দিয়ে দিন। তারপর বেকিং পাউডার, নুন আর ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে মিশিয়ে নিন। খেয়াল রাখতে হবে যেন দলা পাকিয়ে না যায়। এবার যে বাটিতে কেক বানাবেন তার গায়ে মাখন মাখিয়ে কিছুটা ময়দা লাগিয়ে একটা কোটিং তৈরি করে নিন। তারপর ঢেলে দিন কেকের ব্যাটার।
এবার গ্যাস ওভেনে প্রেসার কুকার বসান। তাতে একটা নুনের মোটা আস্তরণ দিন। কিন্তু মনে রাখবেন প্রেসার কুকারের ঢাকনায় যে গার্ডার থাকে সেটি ব্যবহার করা চলবে না। এভাবে ৩-৪ মিনিট গরম করে নিন। তারপর খুব সাবধানে কেকের ব্যাটার ঢেলে রাখা বাটি বসিয়ে দিন। আবার ঢাকনা আটকে (গার্ডার ছাড়া) মাঝারি আঁচে ৩০ মিনিট মতো রাখুন। তারপর ঢাকনা খুলে একটা কাঠি কেকের মধ্যে ঢুকিয়ে বের করে আনুন। যদি দেখেন কাঠির মধ্যে কেকের কিছু না লেগে থাকলে, তাহলে বুঝবেন আপনার কেক তৈরি। নাহলে আরও কয়েক মিনিট রাখুন ঢাকনা দিয়ে একইভাবে। কুকারটি ঠান্ডা হয়ে গেলে বাটি বের করে নিন। ছুড়ির সাহায্যে বাটির চারধারটা একটু হালকা করে নিয়ে একটা থালায় ঢেলে নিন কেক। বাদাম দিয়ে সাজিয়ে কিংবা চকোলেট দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন আপনার কেক।

মাশরুমের লোভনীয় পদ

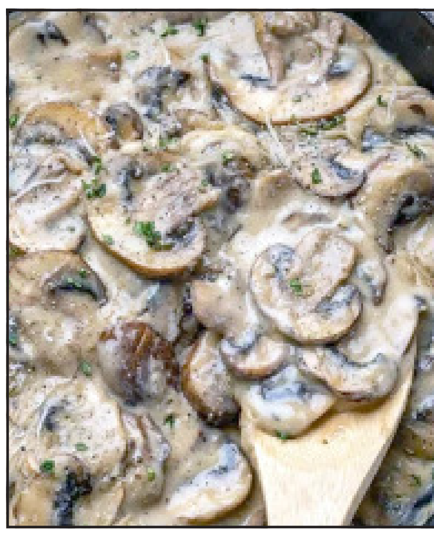

এক কাজে দুই লক্ষ্যপূরণ। জঙ্গল বাঁচাতে বিকল্প আয়ের পথ দেখাচ্ছে মাশরুম । আর সেই চাষের ফলে মাশরুমের নানা পদে এবার সেজে উঠবে পর্যটকদের পাত। শীতের পুরুলিয়ায় অসীম সৌন্দর্য্যের পাশাপাশি এবার পর্যটকদের রসনাতৃপ্তিতেও বাড়তি নজর দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি মাশরুম চাষে জোর দিয়ে জঙ্গল বাঁচানোর পাঠও দেওয়া হচ্ছে সেখানে।
পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে যৌথ বন পরিচালন সমিতির সদস্যদের মহিলাদের মাশরুম চাষাবাদের পাঠ দিচ্ছে বনদপ্তর। এই চাষাবাদের মাধ্যমেই এবার থেকে নতুন বছরে পাহাড়ে আসা পর্যটকদের ডিশে থাকতে চলেছে অযোধ্যার মাশরুমের নানা পদ।
পুরুলিয়া বিভাগের ডিএফও দেবাশিস শর্মা বলেন, "মাশরুম চাষের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবার মাসিক ছ' থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত রোজগার করতে পারবেন। ফলে তাঁদের আর জঙ্গল থেকে কষ্ট করে জ্বালানির কাঠ কেটে হাটে-বাজারে নিয়ে যেতে হবে না। প্রথম ধাপে ছ'টি যৌথ বন পরিচালন সমিতির সদস্যদের এই পাঠ দেওয়া হয়। ধাপে ধাপে বাকিগুলি করা হবে।"
বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, অযোধ্যা রেঞ্জ এলাকায় মোট ২৫ টি যৌথ বন পরিচালন সমিতি আছে। প্রথম ধাপে ছ'টি সমিতির সদস্যদের পরিবারকে দুর্গাপুর থেকে মাশরুম চাষের বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বাকিগুলিকেও ধাপে ধাপে কর্মশালার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। শনিবার কর্মশালায় হাজির হয়ে মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন ডিএফও। জানা গিয়েছে, প্রতি কেজি বীজ থেকে প্রায় চার থেকে পাঁচ কেজি মাশরুম চাষ হয়। ফলত প্রথম ধাপে এই চাষাবাদের জন্য বিনামূল্যে বীজ ও অন্যান্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। পরবর্তী ক্ষেত্রে নিজেরাই এই চাষ বাড়িতে করতে পারবে বলে আশাবাদী বনদপ্তর।
শুধু তাই নয়, এই উদ্যোগের সাফল্যে অযোধ্যা পাহাড়ের বিভিন্ন হোটেল, পর্যটক আবাসে পর্যটকদের মেনুতে যুক্ত হতে চলেছে অযোধ্যার পাহাড়ে চাষ হওয়া মাশরুমের হরেক পদ।
পুরুলিয়া বনবিভাগের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, পাহাড়ের প্রচুর মানুষ জঙ্গল থেকে জ্বালানির জন্য কাঠ কেটে তা কয়েক কিলোমিটার পায়ে হেঁটে পাহাড়তলির হাটে, বাজারে বিক্রি করে সামান্য টাকা উপার্জন করেন। এই মাশরুম চাষ সফল হলে তাঁদের আর জঙ্গলের কাঠের উপর নির্ভর করতে হবে না। বিকল্প আয়ের উৎস হবে মাশরুম। সেই সঙ্গে রসনাতৃপ্তি ।

ম্যাগির মধ্যে আইসক্রিম!

আজব রেসিপির ভিডিও দেখে হেসে খুন নেটিজেনরা

সোশ্যাল মিডিয়ায় মাঝে মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে নানারকম ফিউশন ফুডের ভিডিও। কখনও তা তেঁতুলের রসগোল্লা, কখনও বিরিয়ানিতে চকোলেট। তবে এবার ফিউশন ফুডের তালিকায় ঢুকে পড়ল ম্যাগি আর র‍্যাস্পবেরি আইসক্রিম! ভাবছেন, ম্যাগির সঙ্গে আইসক্রিম? এ আবার কেমন খাবার?
ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বলা যাক। রেডিও সঞ্চালক রোহন সম্প্রতি তাঁর ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। যে ভিডিওয় দেখা গিয়েছে এক ম্যাগি বিক্রেতা ম্যাগির সঙ্গে র‍্যাস্পবেরি আইসক্রিম মিশিয়ে নতুন ধরনের এক খাবার বিক্রি করছে।
রান্নাটা বড্ড সহজ। ঠিক যেভাবে ম্যাগি তৈরি করা হয়, সেভাবেই ম্যাগি তৈরি করে ফেললেন বিক্রেতা। আর তার মধ্যে ঢেলে দিলেন র‍্যাস্পবেরি আইসক্রিম। তবে প্লেটের মধ্যে বরং আইসক্রিমের বিস্কুট কোনের মধ্যে এই র‍্যাস্পবেরি ম্যাগি ঢেলে দিয়ে ক্রেতার হাতে তুলে দিচ্ছেন এই ম্যাগি বিক্রেতা। যার স্বাদ কিনা দুর্দান্ত। তবে এই র‍্যাস্পবেরি ম্যাগির স্বাদ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। অনেকে আবার মোটেই ভালভাবে নিচ্ছেন না এই ম্যাগি।
প্রসঙ্গত, ফিউশন ফুডের বাজার এখন রমরমা। খাদ্যপ্রেমিকদের চাহিদা মেটাতে রেস্তরাঁ থেকে স্ট্রিট ফুড সব জায়গাতে এখন ফিউশন ফুড নিয়ে মাতামাতি। আর সেই ফিউশন ফুডের চক্করে পড়ে সিঙারা, পাউরুটি আর চকোলেট গেল মিশে! হাঁ, ঠিকই পড়েছেন। এই তিনটে মিশিয়েই বাজারে এসেছে এক নতুন খাবার, 'চকোলেট সিঙারা পাও!' ব্যাপারটা একটু খোলসা করে যাক বরং। সম্প্রতি একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে নেটদুনিয়ায়। যেখানে এরকমই এক নতুন খাবারের খোঁজ পেলেন নেটিজেনরা। হইহই করে এই ভিডিও ছড়িয়ে পড়ল সোশ্যাল মিডিয়ায়। এই ভিডিও দেখে নেটিজেনদের একাংশ তো ক্ষেপে লাল। অনেকে আবার বেশ প্রশংসাও করলেন। এমন ভিডিও এর আগেও ভাইরাল হয়েছিল। যেখানে দেখা গিয়েছিল চকোলেট বিরিয়ানি, স্ট্রবেরি বিরিয়ানি বানানোর রেসিপি। এমনকী, রসগোল্লার সঙ্গে তেঁতুলজল মিশিয়েও রাস্তায় বিক্রি করতে দেখা গিয়েছে আজব ফিউশন ফুড। খাদ্যপ্রেমিক নেটিজেনরা কিন্তু মোটেই পছন্দ করেননি এসব খাবার।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বিষয়ক বার্ষিক সংলাপ শুরু

মনির হোসেন,ঢাকা, ২৮ আগস্ট।। বাংলাদেশ ও ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা সংক্রান্ত ৫ম বার্ষিক সংলাপ ঢাকায় শুরু হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের তত্ত্বাবধানে সোমবার ঢাকায় এই সংলাপ শুরু হয়।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২০১৭ সালের ৮ এপ্রিল স্বাক্ষরিত প্রতিরক্ষা সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী তিন বাহিনীর সাধারণ বিষসমূহ বার্ষিক ডিফেন্স ডায়লগ (এডিডি) এর মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতি বছর এডিডি ভারত ও বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এ পর্যন্ত উভয় দেশের মধ্যে মোট ৪টি এডিডি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত বছর ৪র্থ এডিডি ভারতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ৫ম এডিডি সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের তত্ত্বাবধানে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এই সংলাপে মূলতঃ উভয় দেশের মধ্যে পারস্পারিক সামরিক সহযোগিতা, দ্বিপাক্ষিক সামরিক বিষয়সমূহ, সামরিক শিল্প, দুর্যোগ মোকাবেলা ও মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হবে। বাংলাদেশের পক্ষে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেঃ জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান এবং ভারতের পক্ষে ভারতের প্রতিরক্ষা সচিব শ্রী গিরিধর আরমান, স্ব স্ব প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব প্রদান করছেন। এর আগে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার (পিএসও) লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সাথে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে ভারতের প্রতিনিধিদলের প্রধান সৌজন্য সাক্ষাত করেন। উভয় দেশের মধ্যকার টিআরই সার্ভিস স্টাফ টক (টিএসএসটি) আগামীকাল ২৯ আগস্ট সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সহযোগিতা বর্তমানে অত্যন্ত নিবিড়। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীকে প্রতিরক্ষা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণে সহযোগিতা প্রদানের জন্য ভারতের অব্যাহত সহায়তার বিষয়টি সুস্পষ্ট। প্রতিবছর বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অনেক সদস্য ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। একইভাবে ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরাও বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। দুই দেশের সশস্ত্র বাহিনী বিভিন্ন পর্যায়ে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে একসাথে কাজ করে আসছে। এছাড়াও উচ্চ পর্যায়ের সামরিক সফর বিনিময় দুই দেশের মধ্যকার সামরিক সহযোগিতার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যা ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তৈরী হয়েছে। উভয় দেশের এই সম্পর্ক বহুমাত্রিক, বহুমুখী এবং সর্বদা বিকাশমান। এছাড়াও, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সহ সকল ক্ষেত্রে এ দুই দেশের সম্পর্ক অত্যন্ত দৃঢ়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের সাথে সামরিক ও নিরাপত্তা বিষয়ক সম্পর্কের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এই অগ্রগতি পারস্পরিক সহযোগিতা ও বন্ধুত্বকে একটি অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে।

নীরজ চোপড়াকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : বুদাপেস্টে আয়োজিত বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে জ্যাভেলিন থ্রো ইভেন্টে সোনার পদক জয় করে ইতিহাস রচনা করলেন ভারতের নীরজ চোপড়া। তিনি দ্বিচীয় রাউন্ডে ৮৮.১৭ মিটার থ্রো করে সোনার পদক জয় করেন। আর সেইসঙ্গে প্রথম ভারতীয় হিসেবে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সোনার পদক জয় করলেন নীরজ চোপড়া। নীরজের এই সাফল্যে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।।

প্রধানমন্ত্রী টুইট করেছেন, ''প্রতিভাশালী নীরজ চোপড়া উৎকৃষ্টতারই চূড়ান্ত উদাহরণ। খেলার প্রতি তাঁর যে আত্মনিবেদন, নিখুঁত প্রচেষ্টা এবং অদম্য জেদ রয়েছে, সেটা তাঁকে শুধুমাত্র অ্যাথলেটিক্সেই চ্যাম্পিয়ন করেনি, বরং গোটা খেলার জগতে উৎকর্ষতার অদ্বিতীয় নজির গড়ে তুলেছে। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সোনার পদক জয় করার জন্য অনেক শুভেচ্ছা রইল।"

ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গে, বাড়তে পারে তাপমাত্রা

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : সোমবার থেকে আপাতত কয়েকদিন ভারী বৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। যদি উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টি চলবে। এমনটাই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, সোমবার থেকে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার আকাশ মূলত আংশিক মেঘলা থাকবে। তবে এদিন বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা খুব একটা নেই বলেই জানা যাচ্ছে। যদি বষ্টি হয়, তাহলেও তা হলে আঞ্চলিকস্তরে ও বিক্ষিপ্তভাবে। পাশাপাশি আবহাওয়া দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী সোমবার কলকাতায় দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ৩৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১ ডিগ্রি বেশি। আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ২৯.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৩ ডিগ্রি বেশি। তবে বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার। যদিও সর্বত্রই রয়েছে হাল্কা বৃষ্টির পূর্বাভাস। সেক্ষেত্রে আপাতত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কোনও জেলাতেই ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। একইসঙ্গে বৃষ্টি কমার পাশাপাশি তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনাও রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। এক্ষেত্রেও আগামী ২-৩ দিনে তাপমাত্রা ২থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেতে পারে বলে জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। তবে তারপরের ২ দিন মোটামুটি একইরকম থাকবে তাপমাত্রা।

অন্যদিকে সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও ভারী বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই। কিছু কিছু জায়গায় মেঘলা আকাশ থাকার পাশাপাশি হতে পারে হালকা বৃষ্টি। বরং সবক"টি জেলাতেই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে বলেই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। মৌসুমী অক্ষরেখা কিছুটা উত্তরমুখী হয়ে বর্তমানে বালুরঘাটের ওপরে অবস্থান করছে। অন্যদিকে আবার উত্তর পূর্ব বাংলাদেশের ওপরে থাকা ঘূর্ণাবর্তটি এখন পশ্চিম অসম ও সংলগ্ন এলাকার ওপরে বিরাজমান। যার জেরে উত্তরবঙ্গে আগামী ভারী বৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই বলেই জানাচ্ছে হওয়া অফিস।

নীরজ চোপড়াকে শুভেচ্ছা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : বুদাপেস্টে আয়োজিত বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে জ্যাভেলিন থ্রো ইভেন্টে সোনার পদক জয় করে ইতিহাস রচনা করছেন ভারতের নীরজ চোপড়া। তিনি দ্বিচীয় রাউন্ডে ৮৮.১৭ মিটার থ্রো করে সোনার পদক জয় করেন। আর সেইসঙ্গে প্রথম ভারতীয় হিসেবে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সোনার পদক জয় করলেন নীরজ চোপড়া। নীরজের এই সাফল্যের পর গোটা দেশজুড়ে শুভেচ্ছার বন্যা বইতে শুরু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও টুইট করে নীরজকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

তিনি লিখেছেন, "প্রথমেই নীরজ চোপড়াকে অভিনন্দন জানাই। গোটা দেশ আজ তোমার জন্য গর্বিত। দেশের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে আজ বুদাপেস্টে আয়োজিত বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে তুমি সোনার পদক জিততে পেরেছ। তোমার ভবিষ্যতের জন্য আগাম শুভেচ্ছা রইল।"

"সুবেদার" নীরজ চোপড়াকে সাফল্যের জন্য অভিনন্দন ভারতীয় সেনাবাহিনীর

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : বুদাপেস্টে আয়োজিত বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে জ্যাভেলিন থ্রো ইভেন্টে সোনার পদক জয় করে ইতিহাস রচনা করছেন ভারতের নীরজ চোপড়া। তিনি দ্বিচীয় রাউন্ডে ৮৮.১৭ মিটার থ্রো করে সোনার পদক জয় করেন। আর সেইসঙ্গে প্রথম ভারতীয় হিসেবে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সোনার পদক জয় করলেন নীরজ চোপড়া। পাশাপাশি ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকেও "সুবেদার" নীরজ চোপড়াকে এই সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

২০২৩ বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের জ্যাভেলিন থ্রো ইভেন্টে নীরজ ৮৮.১৭ মিটার থ্রো করে সোনার পদক নিজের ঝুলিতে পুরে নেন। প্রসঙ্গত, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নীরজ সুবেদার পদে রয়েছেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে একটি টুইট করে বলা হয়েছে, "নীরজ চোপড়া আরও একবার আমাদের গর্বিত করেছে। ভারতীয় সেনার পক্ষ থেকে ২০২৩ বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের জ্যাভেলিন থ্রো ইভেন্টে ৮৮.১৭ মিটার থ্রো করে সোনার পদক সুবেদার নীরজ চোপড়াকে আমরা অভিনন্দন জানাই।"

চকিয়ায় ঠিকাদার রাজীব রঞ্জন হত্যা মামলার গ্রেফতার দুষ্কৃতী

পূর্ব চম্পারন, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : বিহারের চকিয়া থানা এলাকার পাওয়ার হাউস চকে ২০আগস্ট ঠিকাদার রাজীব রঞ্জন হত্যার ঘটনায় পুলিশ একজন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে। ধৃত কল্যাণপুর থানার দিলাওয়ারপুরের বিবেক কুমার বলে জানা গেছে।

খুন করার জন্য তাকে ১৫ লাখ দেওয়ার কথা ছিল, সেই অর্থ নিতে বিবেক কুমার ফরিদাবাদ থেকে পিপরা পৌঁছেছিলেন সেখানেই পুলিশ টেকনিক্যাল সেলের সহায়তায় তাকে গ্রেফতার করে। এসপি কান্তেশ কুমার মিশ্র জানিয়েছেন, বিবেকের কাছ থেকে একটি ৯ এমএম পিস্তল এবং একটি তাজা কার্তুজ এবং তার মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কেসারিয়া, কল্যাণপুর ও পিপরা থানা এলাকায় অভিযান চালানো হচ্ছে।

জানা গেছে, ঘটনার পর সে ফরিদাবাদে গিয়েছিল, সেখান থেকে ফেরার সময় পুলিশ তাকে ধরে ফেলে। এই ঘটনায় বিবেকের গ্রেফতার খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এর ফলে অনেক সত্য উদঘাটন হতে পারে।এর আগে লাইনার কেশরিয়া সাগর চুড়ামনের রূপেশ কুমার সিংকে ওই ঘটনায় গ্রেফতার করা

দত্তপুকুর বিস্ফোরণের ঘটনায় গ্রেফতার এক

বারাসত, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : উত্তর ২৪ পরগণার দত্তপুকুরের মোচপোল গ্রামে বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রথম পুলিশ গ্রেফতার করল এক জনকে। ধৃত ব্যক্তির নাম সফিকুল ইসলাম। ওই বাজি কারখানায় সফিকুলের অংশীদারিত্ব ছিল বলে জানা গিয়েছে। স্থানায়ীদের মতে দত্তপুকুরের বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনায় কারখানার অন্যতম মালিক কেরামত আলিরও মৃতু হয়েছে রবিবার। মোচপোল গ্রামের এই বিস্ফোরণে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন প্রায় ১০ জন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কেরামত শেখই ছিলেন এই বাজি কারবারের মাথা। শামসুল হল নামে স্থানীয় এক বাসিন্দার জমিতেই বাজি কারখানা গড়ে তুলেছিলেন কেরামত। সফিকুল ছিল এই কাজে তাঁর পার্টনার।

সূত্রের খবর, পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার খাদিকুল গ্রামে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনার পর যখন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্যজুড়ে বেআইনি বাজি কারখানায় তল্লাশি চালিয়েছিল পুলিশ, তখন অস্ত্র আইনে গ্রেফতার হয়েছিল হয়েছিল কেরামত। এমনকী, ২০২১ সালের পর বাজি তৈরির লাইসেন্স রিনিউ না করিয়েই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল সে।যদিও সেবার জামিনে মুক্তি পেয়ে যায় কেরামত। আর তারপরেই নতুন উদ্যমে বেআইনি বাজির ব্যবসা ফেঁদে বসে। আগেও নাকি দত্তপুকুরের ওই এলাকায় একাধিকবার ছোটখাটো বিস্ফোরণ ঘটেছে। আহতও হয়েছেন কারখানার কর্মীরা। কিন্তু বাইরে কাউকে কিছু জানতে না দিয়ে গোপনে তাদের চিকিৎসা করিয়ে নিয়ে আসত কেরামত ও তার দলবল, এমনটাই অভিযোগ স্থানীয়দের। তবে রবিবারের বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। বাজি কারখানা নামের পরিচিত ওই দোতলা বাড়িটির ছাদ পর্যন্ত উড়ে যায়। কর্মীদের পুড়ে ঝলসে যাওয়া, দলা পাকানো দেহ ছিটকে পড়েছিল এদিক ওদিক, আটকে গিয়েছিল পেয়ারা গাছের ডালে। মারা গিয়েছিল কেরামতের ১৮ মাসের ছেলেও।

বিজেপি কার্যকর্তী ইন্দ্রাণীর মৃত্যুতে প্রমাণিত, অসমে যোগ্যতা-ভিত্তিক নিয়োগ হচ্ছে : মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : বিজেপি কার্যকর্তী ইন্দ্রাণী তহবিলদারের মৃত্যুতে প্রমাণ হয়েছে, অসমে স্বচ্ছতার মাধ্যমে যোগ্যতা-ভিত্তিক সরকারি বিভিন্ন দফতরে নিয়োগ হচ্ছে। দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ এখানে বিজেপি কার্যকর্তী ইন্দ্রাণী তহবিলদারের আত্মহত্যা এবং এক এক করে অসম বিজেপির কয়েকজন নেতা-কার্যকর্তাকে গ্রেফতার সংক্রান্ত সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি জোরের সঙ্গে বলেন, রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের দৃঢ় ও নিরপেক্ষ অবস্থানের ফলস্বরূপ অসমে ভারতীয় জনতা পার্টিতে এ ধরনের আবর্জনার আবিষ্কার হচ্ছে।

ড় শর্মা বলেন, রাজ্যে সরকারি চাকরি দেওয়ার নামে অবৈধভাবে অর্থ সংগ্রহ করা এবং পরে টাকা ফেরত দিতে না পারায় এই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চাকরি দেওয়ার জন্য টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে, কিন্তু এই সরকারের আমলে এক পয়সা দিয়েও কেউ চাকরি পাওয়ার প্রমাণ দিতে পারবে না। এক পয়সা না দিয়ে দরিদ্র যুবক-যুবতীদের চাকরি দেওয়ার প্রতশ্রুতি ইন্দ্রাণী তহবিলদারের মৃত্যুর ঘটনায একটা স্ট্যাম্প লাগিয়ে দিয়েছে যে এখন আর অন্যায়ভাবে কেউ চাকরি পেতে পারবে না।

মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা জোর দিয়ে বলেন, অসম বিজেপিতে অর্থ নিয়ে বেকার যুবক-যুবতীদের চাকরি দিতে অক্ষম হয়েছে এবং হবেও। বেকার যুবক-যুবতীদের যে সব চাকরি দেওয়া হয়েছে বা হবে তা একেবারে স্বচ্ছ এবং মেধার ভিত্তিতে। এই তো, আগামী সেপ্টেম্বরে আরও ২২ হাজার নিয়োগ হবে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরে, যোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

ঝালুয়াবেড়ে রাস্তায় যুবতীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারে ব্যাপক চাঞ্চল্য

ডোমজুড়, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : হাওড়া জেলার ডোমজুড়ের ঝালুয়াবেড় এলাকায় রাস্তায় যুবতীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ররিবার রাতে স্থানীয় বাসিন্দারা দেখেন এক যুবতীর দেহ পড়ে রয়েছে। তাঁর মুখে রুমাল বাঁধা। মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছে। ডোমজুড় থানার পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝালুয়ারবেড় স্টেশন থেকে ১০০ মিটার দূরে একসরা রোডের উপর ওই যুবতীর দেহ পড়েছিল। সেই রাস্তায় আলোও বেশ কম। তবে বাইরে থেকে অনেক যুবক-যুবতী বাইকে করে সেখানে ঘুরতে আসে। এই যুবতীর পরিচয় এখনও জানা না গেলেও তিনি ওই এলাকার নন বলেই জানা গিয়েছে। তাঁর আনুমানিক বয়স ২২ বছর। মাথায় ভারী আঘাতের ক্ষত থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জেরেই যুবতীর মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান ভারী কোনও কিছু দিয়ে যুবতীর মাথায় আঘাত করা হয়েছে। ধারালো কিছু দিয়েও মারা হয়ে থাকতে পারে বলে সন্দেহ পুলিশের। যুবতীর পরিচয় জানতে চাইছে পুলিশ। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের খোঁজ পেয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে ঘটনার জেরে ওই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। এলাকাবাসীর দাবি, ওই রাস্তায় আলোর পাশাপাশি সিসিটিভি বসানো হোক।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে দেশ স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে : সোম প্রকাশ

দেহরাদূন, ২৮ আগস্ট (হি.স) : বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী সোম প্রকাশ সোমবার বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশ স্বনির্ভর হয়ে উঠছে। কেন্দ্রীয় সরকার রোজগার ও ব্যবসার ক্ষেত্রে দ্রুত গতিতে কাজ করছে। আজ প্রধানমন্ত্রী চাকরি মেলায় ৫১ হাজার যুবককে নিয়োগপত্র তুলে দেন।

ইন্দো-তিব্বত বর্ডার সীমাদ্বারে আয়োজিত কর্মসংস্থান মেলায় প্রধান অতিথি হিসাবে বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী সোম প্রকাশ ২৫ জন প্রার্থীকে নিজের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন। সোমবার এখানে মোট ২০০ জনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। সোম প্রকাশ বলেন, প্রধানমন্ত্রীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই আজ এত যুবকের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে। উন্নত ভারতের সংকল্পকে বাস্তবায়িত করতে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ করছে।

তিনি আরও বলেন, সারাদেশে ৪৫টি স্থানে এই চাকরি মেলার আয়োজন করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দ্বারা কর্মসংস্থান মেলার মাধ্যমে এক লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যার মধ্যে শুধুমাত্র সিএপিএফতেই প্রায় ৮৭ হাজার শূন্যপদ পূরণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই বছরের শেষ নাগাদ প্রায় ১০ লক্ষ চাকরি পূরণ করার পরিকল্পনা করেছে। নিয়োগপত্র পাওয়ার জন্য বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী সোম প্রকাশ সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

চিন সফরে মার্কিন বাণিজ্যমন্ত্রী জিনা রাইমন্ডো

বেজিং, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : চারদিনের চিন সফরে গেছেন মার্কিন বাণিজ্যমন্ত্রী জিনা রাইমন্ডো। রবিবার রাতে তিনি বেজিং পৌঁছেছেন। তিন মাসেরও কম সময়ের মধ্যে তিনি চিন সফরকারী চতুর্থ মার্কিন কর্মকর্তা। আমেরিকা ও চীনের সংবাদমাধ্যমে জিনার এই সফর নিয়ে তুমুল আলোচনা চলছে।

প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, চিনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আমেরিকান ও ওশেনিয়া বিষয়ক বিভাগের পরিচালক লিন ফেং বেজিং বিমানবন্দরে তাকে অভ্যর্থনা জানান। জিনার এই সফর বিশ্বের দুই বৃহত্তম অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্র ও চিনের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাবে বলে ব্যাপকভাবে আশা করা হচ্ছে। এছাড়াও, এই সফর এমন সময়ে হচ্ছে যখন চিনের অর্থনীতি মন্থর গতিতে চলছে। দেশে আর্থিক সংকট রয়েছে।

মার্কিন ও চিনা আধিকারিকদের ইঙ্গিত উদ্ধৃত করে এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যদিও রাইমন্ডো এবং তার প্রতিপক্ষের মধ্যে বৈঠকে বেশ কয়েকটি বড় সমস্যা সমাধান করা যায়নি, তবে আমেরিকার তৃতীয় বৃহত্তম রফতানি বাজারের সাথে চুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে।

দত্তপুকুরের বিস্ফোরণস্থলে এনআইএ আধিকারিকরা

বারাসত, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : উত্তর ২৪ পরগনার নীলগঞ্জের বিস্ফোরণস্থলে পৌঁছলেন এনআইএ আধিকারিকরা। বিস্ফোরণের ২৭ ঘণ্টা পর সোমবার দত্তপুকুরের মোষপোলে বেআইনি বাজি কারখানার ধ্বংসস্তূপে পৌঁছল এনআইএর গোয়েন্দা দল। ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন তাঁরা। কথা বলেন স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে। সেখানে তদন্তকারী এক আধিকারিকের সঙ্গেও কথা বলেন তাঁরা।

দত্তপুকুর বিস্ফোরণে এনআইএ তদন্তের দাবি তুলেছে বঙ্গ বিজেপি। ঘটনার পর থেকেই বাম, কংগ্রেস, আইএসএফ এক জোটে এনআইএ তদন্তের দাবি তুলেছিলেন। আদালতে মামলাও হয়েছে।গতকাল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত সাহকে চিঠি লিখেছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ সুকান্ত মজুমদার এরপরই ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তে আসে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-এর আধিকারিকরা। সোমবার দুপুর ১.৪০ মিনিট নাগাদ এনআইএ-এর দুই আধিকারিক ঘটনাস্থলে যান। কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে তাঁদের কথা বলতে দেখা যায়। তারপর খুব কম সময়ের মধ্যে তাঁরা প্রাথমিকভাবে দুর্ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন। ১৫ থেকে ২০ মিনিটের বেশি তাঁরা দুর্ঘটনাস্থলে ছিলেন না।

প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, যে কোনও বিস্ফোরণের ক্ষেত্রেই একটি নিয়ম রয়েছে, এনআইএ একটা প্রাথমিক তদন্ত করে। তথ্য সংগ্রহ করেন। কিন্তু এই ঘটনার ক্ষেত্রে এই তথ্য সংগ্রহ আরও গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ঘটনায় ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। তার মধ্যে বাজি কারখানার মালিক কেরামত শেখের ছেলে রবিউল রয়েছে। পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের একাধিক বাসিন্দারাও মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে এক জন হলেন সুতির বাসিন্দা জেরাত আলি। তাঁর ভাই ইশা খাঁকে অন্য একটি মামলায় গ্রেফতার করেছিল এনআইএ। নিমতিতা স্টেশনে মন্ত্রী জাকির হোসেনের ওপর হামলার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁকে। ইশার দাদা জেরাত আলি আবার কাজ করতেন এই বাজি কারখানায়। ফলে সেই বিশেষ তথ্য সংগ্রহে আরও তৎপর এনআইএ।

মাতলা নদীতে মৎসজীবীদের জালে উঠল কুমির

বাসন্তী, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : সুন্দরবনের মাতলা নদীতে মাছ ধরার সময় মৎস্যজীবীর জালে উঠলো প্রায় ছয় ফুটের একটি কুমির। রবিবার রাতে এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীর ভাঙ্গনখালি এলাকায়। সোমবার সকালে কুমিরটিকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি জলাশয়ের মধ্যে রেখেছেন গ্রামবাসীরা। খবর দেওয়া হয়েছে বনদফতরকে।

দক্ষিন ২৪ পরগনার বাসন্তীর ভাঙনখালির বাসিন্দা আলামিন মোল্লা রবিবার রাতে অন্যান্য দিনের মতোই মাতলা নদীতে জাল পেতে ছিলেন মাছ ধরার জন্য। রবিবার গভীর রাতে যখন তিনি জাল তুলতে যান তখনই দেখতে পান জালে একটি কুমির উঠেছে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ওই মৎস্যজীবী। জাল ঝাড়ার সময় কুমিরটি নৌকার ভেতরে ঢুকে যায়। ঘটনায় আরো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তিনি। সোমবার সকালে স্থানীয় কয়েকজন যুবকের সাহায্যে

দত্তপুকুর কাণ্ডে বিধানসভায় বিজেপি বিধায়কদের ওয়াক আউট

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : দত্তপুকুরে বিস্ফোরণ কাণ্ডের এবং তাঁদের বক্তব্য না শোনার প্রতিবাদে বিধানসভা অধিবেশন থেকে বিজেপি বিধায়করা ওয়াক আউট করেন। সরকার এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী নানা শ্লোগান দিতে দিতে তাঁর বাইরে বেড়িয়ে আসেন। হাতে ছিল নানা দাবিপত্রের প্ল্যাকার্ড বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আমরা রাজনৈতিক বক্তব্য রাখার আগেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন দত্তপুকুর বিষয়ে সভার মাধ্যমে জনগনকে জানাবেন। শুভেন্দুবাবুর কথায়, উনি রাজনৈতিক এবং ভোটের উদ্দেশ্যর বাইরে বার হতে পারেননি। দ্বিতীয়ার্দে হয়ত উৎসবে যোগ দিতে এখানে আসবেন। তখন আপনারা বিস্ফোরণ নিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন। শুভেন্দুবাবু বলেন, এটা বাজি হতে পারে না। এটা তো সাধারণ ধারণা। এ সরকারের এসব দিকে হুঁশ নেই। এ সরকার লিপস অ্যাণ্ড বাউণ্ডসকে বাঁচাতে ব্যস্ত। রাজ্যে পরপর মানুষ মারা যাচ্ছে। ১২ বছরে হিসেবটা তো খুব লম্বা। গত ছ'মাসে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বাজি কারখানায় মৃতের সংখ্যা শতাধিক হয়েছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের পরিবারবর্গের দায় নিতে রাজি নন।

দেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৭০ জন

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৭০ জন। রবিবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৪৭ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে ১,৫২৪ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩১,৯২৯।

ফের উচ্ছেদ অভিযান

পাথারকান্দি (অসম), ২৮ আগস্ট (হি.স.) : পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার তিনটি ফরেস্ট রেঞ্জ যথাক্রমে পাথারকান্দি, দোহালিয়া ও লোয়াইরপোয়া এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বনদস্যুরা বনাঞ্চল ধংস করে পান চাষের পাশাপাশি ব্যান সো মেশিনে কাঠ চিরে অন্যত্র পাচার করছে। অবশেষে সাউদার্ন কাছাড়ের সিসিএফ শিবকুমারের কঠোর নির্দেশে নড়েচড়ে বসলেন করিমগঞ্জের ডিএফও চিরঞ্জিত জৈন।জৈনের নির্দেশে গত কয়েকদিন ধরে এলাকার প্রতিটি ফরেস্ট রেঞ্জ এলাকার হালহকিকৎ দলবল নিয়ে সরেজমিনে খতিয়ে দেখছেন এসিএফ দেবজ্যোতি নাথ। আজ সোমবারও তিনি পাথারকান্দির কাঁঠালতলি এলাকা সহ লোয়াইরপোয়া এলাকার চন্দ্রপুর ও পরে দোহালিয়া রেঞ্জের সলগই বিট এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। এদিকে আজ দোহালিয়া ফরেস্ট রেঞ্জ এলাকার সলগই বিট অফিসার আব্দুল হাসিব লস্কর দলবল নিয়ে পিংছড়া, হৈলামছড়া, পেঁচারঘাট, কির্তে, শনটিলা, লক্ষ্মীমালা প্রভৃতি এলাকার সংরক্ষিত বনাঞ্চলে গোপনে গড়ে তোলা পান জুমের একাংশ গুঁড়িয়ে দেন। বাকি অংশ শীঘ্রই ধংস করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

ফের ঘেরাও যাদবপুরের অস্থায়ী উপাচার্য, উত্তেজনা

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি স)। প্রথম বর্ষের ছাত্রমৃত্যুর রেশ এখনও কাটেনি। তারই মাঝে একাধিক ছাত্র সংগঠনের বিক্ষোভে ফের উত্তপ্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। সোমবার সন্ধ্যায় ঘেরাও হলেন অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ।সূত্রের খবর, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন নিয়ে পড়ুয়াদের একাংশের গোড়া থেকেই আপত্তি ছিল। তা উপেক্ষা করে রাজ্যাল থেকে মুখ্যমন্ত্রী সিসিটিভি-র পক্ষেই সওয়াল করে আসছেন। সোমবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে মেয়ো রোডের সভাতেও দলের সাংসদ সিসিটিভি-র পক্ষেই সওয়াল করেছেন।সূত্রের খবর, এই পরিস্থিতিতে এ দিন বিকেলের পর পড়ুয়ারা উপাচার্যকে ঘেরাও করে রীতিমত কৈফিয়ৎ চাওয়ার ঢংয়ে প্রশ্ন করেন, কার নির্দেশে সিসিটিভি বসছে। পড়ুয়াদের সঙ্গে একপ্রস্থ বচসাও হয় তাঁর। বেশ কিছুক্ষণ পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন উপাচার্য।

বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর

তিনিই একমাত্র মহিলা যিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে রয়েছেন। তাই তাকে ইস্তফা প্রদান করতে হয়েছে বিধায়ক পদ থেকে। তবে এবার একইভাবে প্রার্থী বিন্দু দেবনাথকেও ধনপুরের মানুষ জয়ী করবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন বিপ্লব কুমার দেব। এদিনের জনসভা থেকে তিনি বলেন রাজ্যের জাতি জনজাতির উন্নয়ন একমাত্র মোদী সরকার করতে পারে। তিনি বলেন কেন্দ্রে বিজেপি সরকার রয়েছে বলেই প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মণ জনজাতিদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে অমিত শাহ এর সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারেন। তবে তিপ্রা মথা দল উপ নির্বাচনে প্রার্থী দেয়নি বলেই জে বিজেপি নির্বাচনী বৈতরণী পার হবে তা ভাবার কোনো কারণ নেই বলেই দাবি বিপ্লব দেবের। তার মতে শাসক দল একাই নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয় লাভ করবে।উপ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের ধনপুর ও বক্সনগর কেন্দ্রে ব্যাপক প্রচার চলছে রাজনৈতিক দলগুলির। প্রচারে এগিয়ে বিজেপি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। পাশাপাশি উপ নির্বাচনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনেরও প্রস্তুতি চলছে তাও স্পষ্ট হচ্ছে শাসক দলের প্রচারে। এমনই অভিমত রাজনৈতিক মহলের।

৬ রোহিঙ্গা

● প্রথম পাতার পর

বিষয় হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক সীমান্তে নিরাপত্তা বাহিনীর দুর্বলতার সুযোগকে কাজে লাগিয়েই রোহিঙ্গাদের এভাবে অবৈধ উপায়ে রাজ্যে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পাঠানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ। অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে আন্তর্জাতিক সীমান্তে বিএসএফের টহলদারি ও নজরদারি বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বকেয়া পিএফসহ ১৫ দফা দাবিতে দুর্গাপুর নগরনিগম অভিযান সাফাইকর্মীদের

দুর্গাপুর, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : রাজ্য সরকারের নির্ধারিত নুন্যতম মজুরি থেকে বঞ্চনার অভিযোগ। বঞ্চিত পিএফ, ইএসআই সুবিধা থেকে। নেই কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা সোমবার চরম বঞ্চনার অভিযোগে সমকাজে সমবেতন সহ ১৫ দফা দাবিতে দুর্গাপুর নগরনিগম ঘেরাও অভিযান করল আইএনটিইউসি অনুমোদিত সাফাইকর্মীরা।

উল্লেখ্য, বছরখানেক আগে নবান্নতে রাজ্য সরকার পুরসভার সাফাইকর্মীদের বেতন কাঠামো ঘোষণা করে। তাতে পুরসভার সাফাইকর্মীদের নুন্যতম মাসিক ১২ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ২২ হাজার টাকা করার ঘোষণা হয় বলে দাবী বিক্ষোভ কারীদের। দুর্গাপুর পুরসভার ৪৩ টি ওয়ার্ডে ১৭৭০ জন পুরসভার সাফাইকর্মী রয়েছে। সোমবার দুপুরে দুর্গাপুর গান্ধী মোড় থেকে মিছিল করে আইএনটিইউসি অনুমোদিত ডিএমসি ক্যাজুয়েল সাফাইকর্মী সংগঠন। প্রায় হাজারখানেক কর্মী সমর্থক মিছিল করে দুর্গাপুর পুরসভা ঘেরাও অভিযান করে। ডিএমসির সামনে রাস্তার ওপর বসে বিক্ষোভ শুরু করে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, 'রাজ্য সরকারের ঘোষিত নুন্যতম মজুরি দেওয়া হয় না। ইএসআই দেওয়া হয় না। ২০১৯ সালে পিএফ সংক্রান্ত মামলায় রিজিউনাল পিএফ কমিশনার-২ একটি রায় দেয়। তাতে বলা হয় গত ২০১১ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ২০১৭ সেপ্টম্বর পর্যন্ত বকেয়া পিএফ উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে ১৫ দিনের মধ্যে জমা করতে হবে। কিন্তু সেটাও এখনও দেওয়া হয়নি। এছাড়াও কোনরকম পুজোয় বোনাস দেওয়া হয় না। তাই আমরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছি।' আইএনটিইউসি অনুমোদিত ডিএমসি ক্যাজুয়েল সাফাইকর্মী সংগঠনের সাধারন সম্পাদক সুভাষ সাহা,' রাজ্য সরকার ঘোষনা করলেও দুর্গাপুর পুরসভা তা কার্যকর করেনি। সাফাইকর্মীদের দীর্ঘদিন ধরে শোষন করে আসছে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল পৌরসভায় সাফাই কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি করে দৈনিক ৩৪৭ টাকা দেওয়া হয়। অথচ একই জেলায় দুর্গাপুর পুরসভায় এখনও ২০২ টাকা দেওয়া হয়। দ্বিচারিতা করছে রাজ্য সরকার। তাই সমকাজে সমবেতনের দাবী জানিয়েছি। আসানসোল পৌরসভার মতই ৩৪৭ টাকা মজুরী দিতে হবে।'তিনি আরও বলেন,' দীর্ঘদিনের ধরে সাফাই কর্মীদের ১৫ দফা দাবি জানিয়েছি। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষার সরঞ্জাম, সচিত্র পরিচয় পত্র, ইএসআই র দাবী জানিয়েছি। ২০২১ সাকলে ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমার সত্যাগ্রহ অনশন করেছিলাম এবং তৎকালীন মেয়র আমাদের সঙ্গে একটি এগ্রিমেন্ট করে ছিলেন, আমাদের দাবিগুলো সমাধান করার জন্য। সেসব বাস্তবে রূপায়িত হয় নি। আজও আমরা নগর নিগমে স্মারকলিপি জমা দিয়েছি। দাবী না মানা হলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।'যদিও সমস্যা মিটে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন দুর্গাপুর নগর নিগমের প্রশাসক মন্ডলী ভাইস চেয়ারপার্সন অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে সাফাইকর্মীরা চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছে এদিনের আন্দোলনের পর সমকাজে সমবেতন সহ দাবী না মিটলে শহরের ৪৩ টি ওয়ার্ডের নাগরিক পরিষেবা বন্ধ করে আন্দোলনে সামিল হবেন। দরজায় কড়া নাড়ছে পুরভোট। তার আগে সাফাইকর্মীদের আন্দোলন কার্যত সিঁদুরে মেঘ উঠেছে শিল্পশহরে।

বিক্ষোভকারী

● প্রথম পাতার পর

বন্ধেই কল্যাণপুরে তা প্রতীয়মান হলো। কল্যাণপুরে মথার ছাত্র সংগঠন টি এস এফ এর রোমান হরফে ককবরক লিপি চালুর দাবিতে ডাকা ১২ ঘন্টার বনধে তেমন কোন প্রভাব পড়লো না কল্যাণপুরে। কল্যাণপুর থানার ওসি তাপস মালাকার প্রতিবেদককে জানালেন রজনী সর্দার পাড়ার রাইদাসী পাড়ার রাস্তাটি সকাল নয়টা নাগাদ অবরোধ করে টি এস এফ এর কর্মীরা। ওসি জানান ওই রাস্তায় কোন গাড়ি চলাচল করে না। পায়ে হাঁটার রাস্তা এটা। এরপরেও সকাল ১১ টা নাগাদ কল্যাণপুর থানার ওসি তাপস মালাকার নিজে গিয়ে সেই অবরোধ উঠিয়ে দেন। তার মতে এই অবরোধ অবৈধ ছিলো। এছাড়া স্কুল গুলো ছিলো খোলা। উপস্থিতির হার কম থাকলেও স্কুলে পঠন পাঠন হয়। দোকান হাট বাজার সবই ছিলো স্বাভাবিক। এদিকে চড়িলাম প্রতিনিধির সংযোগন ঃ টিএসএফ-এর ডাকা ১২ ঘন্টার ত্রিপুরা বন্ধের প্রভাব দেখা যায় বিশালগড় মহকুমার দুএকটি স্থানে। মহকুমার বিশ্রামগঞ্জ থানা এলাকার দুটি স্থানে সড়ক অবরোধ করে পিকেটিং এ বসে টিএসএফ এর ছাত্রছাত্রীরা। সোমবার সকাল থেকেই বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে বিশ্রামগঞ্জ-সোনামুড়া সড়কের তক্সাপাড়া এবং আগরতলা-উদয়পুর সড়কের দেওয়ান বাজার এলাকায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করে টিএসএফ কর্মীরা। দীর্ঘ সাত ঘণ্টা এই অবরোধ চলে। বিশ্রামগঞ্জের দুটি অবরোধস্থলে নেতৃত্বে ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি জন দেববর্মা, সদর সাউথ ডিভিশন কমিটির সম্পাদিকা তানিয়া দেববর্মা এবং সহ-সভাপতি অমিত দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের নেতৃত্বরা জানান, একশো পঁচিশ তম সংশোধনী বিল এবং রোমান হরফে স্ক্রিপ্ট -এর দাবীতে গোটা রাজ্যে এই বার ঘন্টা বনধের ডাক দেয় টিএসএফ। দাবি না মানলে আগামী দিনে আরো বড় আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তারা। সোমবার সকাল আটটা থেকেই শুরু হয় সড়ক অবরোধ। এদিন রাজ্যের দক্ষিণগামী ছোট বড় প্রায় সমস্ত গাড়িগুলি আটকে পড়ে রাস্তায়। অ্যাম্বুলেন্স, আরক্ষা দপ্তরের গাড়ি ছাড়া আর কোন গাড়িকেই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে দেয়নিঠছচ কর্মীরা। এর ফলে যাত্রী হয়রানি ছিল চরমে। প্রশাসনের তরফে বিপুল পরিমানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান, পুলিশ এবং টিএসআর জওয়ানদের মোতায়েন করা হলেও তাদের সঠিক ভাবে কাজে লাগানো হয়নি বলে অভিযোগ। দীর্ঘ সাত ঘন্টা পর বিকেল তিনটা নাগাদ অবরোধ প্রত্যাহার করেঠছচ কর্মীরা। তবে এদিনের বনধ ছিল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ। বনধের কারণে কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। বনধের ওই দিনটিকে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ রাখতে করা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে জেলা পুলিশ প্রশাসনের তরফে। সিপাহীজলা জেলা পুলিশ সুপার বি.জে রেড্ডি ছুটিতে থাকায় এই জেলার দায়িত্বে ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার আইপিএস ডঃ কিরন কুমার। সাথে ছিলেন বিশালগড় মহকুমা শাসক রাকেশ চক্রবর্তী।

জেল

● প্রথম পাতার পর

আদালত। আসামিরা হলে স্বামী রতন দেবনাথ, শশুর মণীন্দ্র দেবনাথ এবং শাশুড়ি মানদা দেবনাথ। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, রানির বাজার থানা এলাকার বাসিন্দা প্রাণ ধন দেবনাথের মেয়েকে সামাজিক প্রথায় বিয়ে দিয়েছিলেন মনিন্দ্র দেবনাথ এর ছেলে রতন দেবনাথের সঙ্গে। বিয়েতে পাত্রপক্ষের দাবি অনুযায়ী নগদ টাকা সহ অন্যান্য যাবতীয় সামগ্রী মিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপরও স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনরা গৃহবধূর ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিল। এর শেষ পরিণতি ঘটেছিল ২০১৪ সালের ২৫ শে মার্চ। গৃহবধূ ঝুমা দেবনাথকে স্বামী শ্বশুর ও শাশুড়ি পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেন। এব্যাপারে অভিযুক্তদের নাম ধাম উল্লেখ করে রাণীর বাজার থানায় নিহত গৃহবধুর বাপের বাড়ির তরফ থেকে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ মামলার তদন্ত করে আদালতে যথারীতি চার্জশিট জমা দেয়। মামলার তিনজন তদন্তকারী অফিসার ছিলেন। তারা হলেন এসআই জয়ন্ত মালাকার, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সন্দীপ কুমার রায় এবং পুলিশ আধিকারিক বাবুল দাস। আদালত দীর্ঘ শুনানির পর এই মামলায় অভিযুক্ত স্বামী শ্বশুর ও শাশুড়িকে দোষী সাব্যস্ত করে। সোমবার এই মামলার রায় ঘোষণা করে আদালত। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৮ এবং ৩০৪ বি ধারায় অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়। অভিযুক্তদের প্রত্যেককে ১০ বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং আর্থিক জরিমানার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

কারাবাস

● প্রথম পাতার পর

নির্দেশ দেওয়া হয়। অনাদায়ে অতিরিক্ত আরো ৬ মাস কারাবাসের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

বিস্ফোরণকাণ্ডে সাসপেন্ড করা হল দত্তপুকুর ও নীলগঞ্জ ফাঁড়ির ওসিকে

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি স)। দত্তপুকুরে বিস্ফোরণের ঘটনায় সাসপেন্ড করা হল দত্তপুকুর থানা ও নীলগঞ্জ ফাঁড়ির ওসিকে। কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে সোমবার এই সাসপেন্ড করা হয়েছে।রবিবার সকালে নীলগঞ্জেই বিস্ফোরণ হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বেআইনি ভাবে বাজির কারবার চলছিল। এই ঘটনায় পুলিশ উদাসীন ছিল বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা। সোমবার ঘটনাস্থল ঘুরে এক পদসভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রকাশ্যেই দাবি করেন, গ্রামের প্রত্যেকটা লোক বলেছে, পুলিস এখান থেকে মালকড়ি তুলত।যদিও সোমবার পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় বলেন, ''গত আড়াই-তিন মাসের মধ্যে এই এলাকায় অনেক তল্লাশি অভিযান চালিয়ে প্রচুর বাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তার পরও এই ঘটনা ঘটেছে, যা দুর্ভাগ্যজনক।''রবিবার সকালে বারাসত সংলগ্ন দত্তপুকুরে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ হয়। এই ঘটনায় সোমবার পর্যন্ত ন'জনের মৃত্যু হয়েছে। বেসরকারি মতে, সংখ্যাটা ১০।রবিবার রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বিস্ফোরণের ঘটনাটিকে 'ভয়াবহ' এবং 'নিছক দুর্ঘটনা নয়' বলে মন্তব্য করেন রাজ্যপাল বোস। অন্য দিকে, রবিবার সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে ডেকে পাঠান রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং কলকাতার নগরপালকে। সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাজ্যপুলিশের ডিজি মনোজ মালবীয় এবং কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন তিনি। পুলিশ সূত্রে খবর ছিল, মমতা ওই বৈঠকেই প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন দুই পুলিশ প্রধানকে। এমনকি, রাজ্যে আবার বিস্ফোরণের ঘটনায় তিনি যে ক্ষুব্ধ, তা-ও জানিয়েছিলেন।সোমবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''সবুজ বাজি তৈরি করুন। তাতে টাকা কিছুটা কম হবে। কিন্তু জীবন তো বাঁচবে।'' তবে দত্তপুকুর নিয়ে কিছু বলেননি।

যাদবপুর ও রাজ্যপাল নিয়ে ফের সরব মমতা

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি স)। যাদবপুরে ছাত্রের রহস্যমৃত্যু ও রাজ্যপালের এক্তিয়ার নিয়ে আগে একাধিকবার মন্তব্য করেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবারও এই দুই বিষয় নিয়ে বেশ কড়া মন্তব্য করলেন মেয়ো রোডের সভায়। তাঁর আক্রমণের মূল তির বিজেপি-র দিকে।মমতা সোমবার জানিয়েছেন, ছাত্র-ভোটে যাতে বহিরাগতরা কিছু করতে না পারে সেটাও পুলিশকে দেখতে হবে। পাশাপাশি, যাদবপুরকাণ্ডের পর বিজেপির মিছিলে যা ঘটেছে তা নিয়েও গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান তৃণমূল নেত্রী। তিনি বলেন, "ওখানে গিয়ে বলছে 'গোলি মারো'। দেখি তো কত বড় সাহস। আয় দেখি গোলি মার। আমি পুলিশকে বলেছি, যারা এই গোলি মারো স্লোগান দিয়েছে, তাদের সবক'টাকে গ্রেফতার করতে হবে।"সোমবারের সভা থেকে ফের এক বার বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেসকে এক বন্ধনীতে ফেলে আক্রমণ করেন মমতা। তৃণমূল নেত্রী বলেন, "বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস এখানে এক হয়ে কা-কা-কা-কা করে ডাকছে। এরা কেউ কুহু ডাকতে পারে না।''তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবসের সমাবেশে এদিন যাদবপুর প্রসঙ্গে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, রাজ্যপাল সংবিধান লঙ্ঘন করছেন। নিজের বন্ধুকে ভিসি করে বসিয়ে দিচ্ছেন। বিজেপির লোককে যাদবপুরে বসিয়ে দিয়েছে।যাদবপুরকাণ্ড নিয়ে টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যেই গত শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করেন রাজ্যপাল। রাজভবনের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। নতুন উপাচার্যের 'শিক্ষাগত যোগ্যতা' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়েরই অধ্যাপক এবং পড়ুয়াদের একাংশ। বুদ্ধদেবের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়েও কাটাছেঁড়া শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে।সেসবের মধ্যেই এবার বুদ্ধদেববাবুকে উপাচার্য নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়ে নাম না করে রাজ্যপালকে তোপ দাগলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মেয়ো রোডের জনসভায় ড়াজ্যপালকে উদ্দেশ করে মমতা বলেন, """এখন তো মাথার ওপর একটা ছাতা দাড়িয়ে গেছে। আমি তাঁর চেয়ারকে সম্মান করি। কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে তিনি যে কার্যকলাপ করছেন। তা আমি সমর্থন করি না। তিনি সংবিধান লঙ্ঘন করছেন। সব জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দেখুন টালমাটাল অবস্থা। নিজের বন্ধুকে এনে বসিয়ে দিয়েছে উপাচার্য করে। আইপিএস, কোনওদিন ট্রেনিংই নেয়নি। ১০ বছর অধ্যাপনা করতে হয় ভিসি হতে গেলে। তাঁকে এসে বসিয়ে দিয়েছে উপাচার্যের চেয়ারে। যাদবপুরে বিজেপি সেলের প্রেসিডেন্টকে বসিয়ে দিয়েছে ভিসি করে। এটা কি মগের মুলুক নাকি।""""রাজ্যেপালের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়ে মমতা বলেন, """"আপনার এক্তিয়ারে আমরা যাচ্ছি না। দয়া করে আমাদের এক্তিয়ারে আসবার চেষ্টা করবেন না। মনে রাখবেন আপনি আর চিফ মিনিস্টার এক নন, আপনি নমিনেটেড, আর আমরা ইলেক্টেড। পাঙ্গা নেওয়ার চেষ্টা করবেন না। আর দাঙ্গাকে কমিউনাল করার চেষ্টা করবেন না।''

শিশু মৃত্যুতে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ বালুরঘাট হাসপাতালে বিক্ষোভ

বালুরঘাট, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট জেলা হাসপাতা চিকিৎসায় গাফিলতিতে জ্বরে আক্রান্ত শিশুর মৃত্যুর অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হাসপাতাল চত্বর। এই ঘটনায় হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীদের মারধর করার অভিযোগ উঠেছে মৃত শিশুর পরিবারের বিরুদ্ধে। যা নিয়ে সোমবার দুপুরে হাসপাতাল সুপারকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন নিরাপত্তারক্ষীরা। যদিও মারধরের কথা অস্বীকার করেছে মৃতের পরিবারের সদস্যরা। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগ। পাশাপাশি পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুদীপ দাস। এদিকে বালুরঘাট থানার পুলিশ সোমবার দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। জানা গেছে, মৃতের নাম অনুরূপ মুখার্জি(৮)। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের পতিরাম ট্যাক্সি স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায়। রবিবার দুপুরে হঠাৎই জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে বালুরঘাটে একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে আসে পরিবার। সেখানে চিকিৎসককে না পেয়ে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় জ্বরে আক্রান্ত শিশুকে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কিছু পরে মারা যায় ওই শিশু। পরিবারের অভিযোগ হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতির কারণেই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এনিয়ে তারা অভিযোগ দায়ের করতে চলেছে পরিবার বলে জানিয়েছেন। চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে তুমুল বিক্ষোভ দেখায় মৃতের পরিবার পরিজিনেরা। বিক্ষোভ চলাকালীন বিক্ষোভকারীরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীদের মারধর করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় অরুণাভ মণ্ডল নামে এক নিরাপত্তারক্ষী আহত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন। এই ঘটনায় এদিন নিরাপত্তারক্ষীরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে লিখিত ভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন। যদিও মৃতের পরিবারের তরফে মারধর করার কথা অস্বীকার করা হয়েছে।

শাসকদলের অভ্যন্তরীণ লড়াইয়ের ফসল ধনপুরের উপনির্বাচন : সিপিএম

সোনামুড়া, ২৮ আগস্ট (হি.স.): ধনপুর সিপিএম দলের দুর্জয় ঘাঁটি। উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার সময়কালে সিপিএম দলের অস্তিত্ব নিয়ে যেখানে প্রশ্ন উঠেছিল সেখানে নির্বাচনের দিনক্ষণ যত ঘনিয়ে আসছে তখন সিপিএম নেতৃত্ব তোপ দাগছেন। রাজ্যের এক মন্ত্রী যখন ঘোষণা করছেন সিপিএম দল নির্বাচনে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নেবে সেখানে মন্ত্রীকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে সিপিএম এই নির্বাচনি কেন্দ্রের উপজাতি জনপদে প্রচারে ঝড় তুলে দিয়েছে।ককবরকে দেওয়া স্লোগানে তিপ্রা মথা দল বলছে শাসকদল বিজেপিকে যেন ভোট দেওয়া না হয়। কেন বিজেপিকে ভোট দিতে বারণ করছে তার ব্যাখ্যায় তিপ্রা মথা দল বলছে বিজেপি তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাদের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে। এডিসির প্রাপ্য অর্থ দিচ্ছে না, সাব জোনালে কোনও কাজ নেই। এডিসি এলাকায় প্রতিটি রাস্তা বেহাল হয়ে পড়েছে। এই সমস্ত বিষয় উত্থাপন করে এমডিসি ডলি রিয়াংয়ের নেতৃত্বে তিপ্রা মথা দল সোমবার আনন্দপুরে মিছিল ও বাড়ি বাড়ি প্রচার করে।অন্যদিকে, সিপিএম দলও তাদের প্রচারে ঝড় তুলে দিয়েছে। তাদের লক্ষ্য উপজাতি ভোট এবার যাতে বিভাজিত না হয়। কেননা গত নির্বাচনে উপজাতি ভোট বিভাজনেই জয় পেয়ে যায় বিজেপি। এবার তিপ্রা মথা প্রার্থী দেয়নি, সেজন্য উপজাতি ভোটের ফায়দা তুলতে চাইছে সিপিএম। উপজাতি জনপদে ঝড়ো প্রচার শুরু করেছে সিপিএম। গত কয়েকদিনে আনন্দপুর, চন্দুল, তৈবান্দালে প্রচার করে গেছেন প্রাক্তন এমডিসি পরীক্ষিৎ মুড়াসিং, কুমুদ দেববর্মা, রাধাচরণ দেববর্মা প্রমুখ।সোমবার থলিবাড়িতে নির্বাচনি সভা আয়োজিত করেছে সিপিএম। সভায় রাধাচরণ দেববর্মা, বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী, মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বিষ্ণু ত্রিপুরা, রামচন্দ্র নোয়াতিয়া আহ্বান জানান এই নির্বাচন নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে হবে। ২০২৩ সালে নির্বাচন হয়েছে। মাত্র ছয় মাসে কেন আবার নির্বাচন। শাসকদলের অভ্যন্তরীণ লড়াইয়ের ফসল এই উপনির্বাচন। এলাকার দুরবস্থা নিয়ে শাসক দলের কোনও ভাবনা নেই। এলাকার প্রত্যেকটি জনপদের রাস্তার বেহাল দশা। রেগার কাজ নেই। কাজ করলেও মজুরি পাওয়া যাচ্ছে না। তিন চার মাস ধরে সামাজিক ভাতা পাওয়া যাচ্ছে না। ভাতা না পেয়ে অসহায় বৃদ্ধ- বৃদ্ধারা কঠিন অবস্থায় পড়েছে। সর্বত্র অভাবে মানুষের দমবন্ধকর অবস্থা। উপজাতি জনপদে মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। বিজেপি ক্ষমতায় এসে এই ধনপুরের উন্নয়নে কিছুই করতে পারেনি। ধনপুরে যা কিছু হয়েছে সবই বাম আমলে।হাসপাতাল, রাস্তা, স্কুল, পানীয় জলর ব্যবস্থা সহ মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সিপিএম দলই উপজাতিদের জন্য কিছু করতে পেরেছে। এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে, সামাজিক নিরাপত্তার স্বার্থে সিপিএম দলকে সমর্থনের আহ্বান জানান নেতৃত্ব। এবারের উপনির্বাচনে প্রচারের শেষ মুহূর্তে মানিক সরকার আগামী ৩১ আগষ্ট উপজাতি জনপদ উত্তর তৈবান্দালে নির্বাচনি সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন। এদিনই বিধানসভা কেন্দ্রের মুসলিম অধ্যুষিত জনপদ শোভাপুরে বক্তব্য রাখবেন দলের রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী। এছাড়া প্রতিদিনই এই জনপদের নানা প্রান্তে পারিবারিক সিপিএম কর্মীরা প্রচার করছেন।

গুয়াহাটিতে রোজগার মেলায় ২৮৭ জন প্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ

গুয়াহাটি, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : সমগ্র দেশের সাথে সংগতি রেখে গুয়াহাটির পাটগাঁওয়ে অবস্থিত বিএসএফ ছাউনিতে আজ সোমবার রোজগার মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। এ উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ, পরিবহণ ও জলপথ এবং আয়ুষ দফতরের মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল রোজগার মেলায় প্রায় ২৮৭ জন প্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিয়েছেন।রোজগার মেলার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী (বিএসএফ), সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি), আসাম রাইফেলস, কেন্দ্রীয় ঔদ্যোগিক সুরক্ষা বাহিনী, (সিআইএসএফ) এবং ভারত তিব্বত সীমান্ত আরক্ষী (আইটিবিপি), নারকোটিক্স নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো (এনসিবি)-র পাশাপাশি দিল্লি পুলিশ বিভাগে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে।উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী এদিন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নবনিযুক্ত ৫১ হাজারের বেশি প্রার্থীকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগপত্র বিতরণ করেছেন। আজকের রোজগার মেলা দেশের ৪৫টি স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নবনিযুক্তদের 'অমৃত রক্ষক' বলে আখ্যা দিয়ে তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। এদিকে গুয়াহাটির অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল বলেন, রোজগার মেলার মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন বিভাগে যুবপ্রজন্ম নিযুক্তি লাভ করেছেন। তিনি আরও বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশকে আত্মনির্ভর করে গড়ে তোলার যাত্রায় যুবশক্তির ভূমিকা সুদূরপ্রসারী হবে।

াঙ্গন

রাজ্যভিত্তিক ম্যারাথনে সেরা হলেন বিপ্লব রায় ও লক্ষ্মী রাণী ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। রাজ্য ভিত্তিক উন্মুক্ত দূরপাল্লার ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা সম্পন্ন। তাতে সেরা হয়েছেন কুমারঘাটের বিপ্লব রায় এবং বাধারঘাট ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের লক্ষ্মী রাণী ত্রিপুরা। ভারতবর্ষের ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে হয় ওই ম্যারাথন। উওর জেলার পানিসাগর নেতাজী নিউ ভয়েস ক্লাবের উদ্দ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় ৩২ তম ওই দৌড়। প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয় পুরুষ বিভাগে ১২ কি, মি এবং মহিলা বিভাগে ৬ কি,মি। পুরুষ বিভাগের দৌড় শুরু হয় ধর্মনগর থেকে পানিসাগর মোটরস্ট্যান্ড পর্যন্ত এবং মহিলা বিভাগের দৌড় শুরু হয় তিলথৈ থেকে পানিসাগর মোটরস্ট্যান্ড পর্যন্ত। পুরুষ বিভাগে অংশগ্রহণ করেন ৩১৭ জন প্রতিযোগি এবং মহিলা বিভাগে অংশগ্রহন করেন ১০৯ জন প্রতিযোগিনী। পুরুষ বিভাগে প্রথম তিনটি স্থান দখল করেন যথাক্রমে কুমারঘাট-এর বিপ্লব রায়, শান্তির বাজারের নবজিৎ দাস এবং সাই-এর সৌরভ হুসেন। পক্ষান্তরে মহিলা বিভাগে প্রথম তিনটি স্থান দখল করেন যথাক্রমে বাধারঘাটের ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে লক্ষ্মী রানী ত্রিপুরা, সাই-এর অনামিকা দেবনাথ এবং ফটিকরায়-এর অনুশ্রী মালাকার। উভয় বিভাগেই প্রথম,দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারিদের পুরুস্কৃত করা হয় যথাক্রমে ল্যাপটপ, ৪৩ ইঞ্চি স্মার্ট টিভি এবং ফ্রীজ দেওয়া হয়। সকাল থেকেই মুষলধারে বৃষ্টি কে উপেক্ষা করে প্রতিযোগি এবং প্রতিযোগিনীদের পাশাপাশি অগনিত দর্শকদের উপস্থিতি ছিল আকর্ষণীয়। পুরুস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় দুপুর দুই ঘটিকায় পানিসাগর টাউনহলে। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান অনুরাধা দাস,উওর জেলার জেলা সভাধিপতি ভবতোষ দাস,উওর জেলার ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত দেবনাথ,পানিসাগর মহকুমা শাসক সুভাষ আচার্য,পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান ধনঞ্জয় দেব নাথ,পানিসাগর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক নবব্রত দও, পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সঞ্চয় দাস,পানিসাগর আর,সি,পি,ই এর প্রিন্সিপাল চিএজিৎ ভৌমিক এবং উক্ত দৌড় প্রতিযোগিতার প্রতিষ্টাতা রবীন্দ্র দেবনাথ। মঞ্চে উপবিষ্ট অথিতিদের হাত ধরে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ কারি পুরুষ বিভাগে একশত এবং মহিলা বিভাগে পঞ্চাশ জন সফলতমদের হাতে সার্টিফিকেট সহ পুরুস্কার প্রদান করা হয়। সমাপ্তি লগ্নে সভাপতির আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No. 10/EE/E-CELL/ARDD/2023-24, dated:24/08/2023.

Online Percentage rate bids in single bid percentage rate e-tender are invited on behalf of the 'Government of Tripura' in PWD FORM-7(SEVEN) upto 3:00 pm on 13/09/2023 for DNIeT No:- 33/EE/E-CELL/ARDD/2023-24, DNIeT No. 34/EE/E-CELL/ARDD/2023-24, DNIeT No.- 35/EE/E-CELL/ARDD/2023-24, DNIeT No.- 36/EE/E-CELL/ARDD/2023-24 All details can be seen in the office of the undersigned. For details please visit www.tripuratenders.gov.in and https://ardd.tripura.gov.in. For any quary please contact 9436969700.

(Er.Othello Dewan)
Executive Engineer
E-Cell, ARDD, P.N. Complex
Agartala, West Tripura

ICA/C-2022/2023-24

ত্রিপুরা সরকার
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়
অমরপুর আর.ডি. ব্লক গোমতী জেলা

সেহা নং ২৫(১)/বিডিও/এ.এম.পি./পি.এম.এ.ওয়াই. (জি) /২০২৩/ Date: ২৮/ ০৮ / ২০২৩ইং

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অমরপুর ব্লকের অধীনে সকল গ্রাম পঞ্চায়েত/ ভিলেজ কমিটিতে বসবাসকারী সকল জনগণকে জানানো যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত ০৮ (আট) জন বেনিফিসারীর নাম প্রধান মন্ত্রী গ্রামীন আবাস যোজনার (Awaas Plus, Annexure-D) অগ্রাধিকার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই ক্ষেত্রে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্নে স্বাক্ষরকারীর অফিসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ PMAY-G সেকশনে অথবা ব্লক আধিকারিকের সাথে যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। যদি কোন বেনিফিসারী উক্ত সময়ের মধ্যে যোগাযোগ না করেন তাহলে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

List of beneficiaries for deletion from the Kutcha House (Awaas Plus, Annexure-D) list under Amarpur R.D Block

Sl No	Village	Reg. No.	Beneficiary Name	Father's/Mother's Name
1	Thakcharra GP	TR139827087	Dipak Munda	Rabi munda
2	Thakcharra GP	TR139821654	Ajit Munda	Ramcharan Munda
3	Thakcharra GP	TR126735212	Debika Das	Guranga mujumder
4	Thakcharra GP	TR140330976	Swapan Kr Saha	Raimohan saha
5	Rangamati GP	TR139107048	Sanjoy Das	Pramod das
6	Rangamati GP	TR139812274	Krishna Rani Datta	Lt kartik datta
7	Rangkang gP	TR140157565	Shyam chad Das	Nim chand Das
8	Rajkang VC	TR133800088	Pancharari Jamatia	Lt Nirendra Jamatia

ICA/D-863/2023-24

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অমরপুর
আর.ডি. ব্লক গোমতী জেলা

PRESS NOTICE INVITING e- TENDER (PNIT)

On behalf of the governor of Tripura, the following item wise separate e-tender (NIT wise) are invited from fish farmers, fishery cooperative society, Fishery entrepreneurs, Fishery based SHGS by the undersigned for procurement of Major carp fingerlings as per details below for distribution under different Pisciculture scheme in different block and notified areas under Kailashahar Sub Division.

NIT No.	Items for which e-tender is invited	Estimated Quantity	Estimated Tender Value	Time Schedule of Tender
No.-3(4)-SF/KLS/TENDER/2023-24/114, dt.25.08.23	Indian Major Carp Fingerling (7CM Above)	8.81 Lakhs	10.572 Lakhs	Bidding Document can be downloaded from 26/08/2023 at 15.00 Hrs. Last date of Online Submission of e-Tender Upto 04/09/2023 till 15.00 Hrs. Time as per clock time of e-procurement website https://tripuratenders.gov.in
No.-3(4)-SF/KLS/TENDER/2023-24/115, dt.25.08.23	Indian Major Carp Fingerling (7CM Above)	1.37 Lakhs	8.5625 Lakhs	

All the future modifications /corrigendum shall be made available in the e- procurement portal. So, bidders are requested to get the update themselves from the e- procurement web portal only.

ICA/C-2018/2023-24

(P.K. NATH)
SUPDT.OF FISHERIES
KAILASHAHARA SUB-DIVISION

REQUEST FOR PROPOSAL ON AVAILING SUBSIDIES ON DIFFERENT MARKET INTERVENTION SCHEMES UNDER STATE PLAN

Application are invited from the interested entrepreneur/traders/vendors/ businessman on availing subsidies @ Rs. 5000/MT either for Transportation or Packaging materials of Horti. Commodities (Jackfruit, Pineapple/ Lime lemon etc.) outside state and country.

Applications as per the guidelines is to be submitted to the office of the undersigned during office hours. Approved guidelines will be available in the same office in all working days & website www.hortitripura.gov.in

ICA/C-2014/23

(Dr. P.B Jamatia)
Horticulture & Soil Conservation
Tripura, Agartala

NOTICE INVITING TENDER (NIT)
PNIT No.: 16/EE/PWD(R&B)/STB/2023-24 dated:- 21-08-2023

The Executive Engineer, PWD(R&B) Santirbazar Division, Santirbazar South Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

Name of work:-

1) Periodical Renewal of completed PMGSY road, T13 (NH44) to Ashrampara (S) Kumari Tilla (L=1.262 km) (Link No. LO76 & Package No. XI) during the year 2023-24/SH: - WBM- 3, Carpeting & Re-carpeting, repairs of potholes, seal coat etc. Estimated Cost:- Rs. 25,03,491.00
2) Periodical Renewal of completed PMGSY road, T-13(NH 44) to Chelafru Mog Para (L=6.203 km) (Link No. LO 59 & Package No. XIV) during the year 2023-24/SH: - WBM- 3, Carpeting & Recarpeting, Repairs of potholes, seal coat etc. Estimated Cost:- Rs.83,64,100.00
3) Periodical Renewal of completed PMGSY road, T13 (NH44) to Satbhaiya para (L=3.906 km) (Link No. L061, Package No. IX) during the year 2023-24/SH: - WBM- 3, Carpeting & Re-carpeting, repairs of potholes, seal coat etc. Estimated Cost:- Rs.83,67,975.00
4) Periodical Renewal of completed PMGSY road, T-05 (Jolaibari-Kowaifung road) to Paticherra (L=4.980 km) (Link No. LO 46 & Package No. XI) during the year 2023- 24/SH:- WBM- 3, Carpeting & Recarpeting, repairs of potholes, seal coat, CC Block etc. Estimated Cost:- Rs.46,42,763.00
5) Periodical Renewal of completed PMGSY road, Kowaifung-Srikantabari Road to Gagan sardar Para (L=4.142 km) (Link No. LO 52 & Package No. IX) during the year 2023-24/SH: - WBM- 3, Carpeting & Recarpeting, repairs of potholes, seal coat etc.

Estimated Cost:- Rs.37,15,046.00
Bid Fee: Below 50.00 Lakh Rs. 1,000.00 & Above 50.00 Lakh Rs. 4000.00
Last date & time for online Bidding: 11-09-2023 up to 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For &on behalf of Governor of Tripura

ICA/C-2011/23

Executive Engineer, PWD(R&B)
Santirbazar Division, Santirbazar
South Tripura

আগরতলায় রাজ্যভিত্তিক জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপনে উদ্বোধক ক্রীড়ামন্ত্রী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। আগামীকাল, জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন উপলক্ষে সারাদেশের সঙ্গে রাজ্যেও বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারি উদ্যোগে ব্যাপক আয়োজন রয়েছে আগরতলায়ও। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর, ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগে হকির জাদুকর কিংবদন্তি মেজর ধ্যানচাদের জন্ম দিবসে উনাকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে আগামীকাল সকাল ৮ টায় উমাকান্ত সুইমিংপুল প্রাঙ্গনে রাজ্যভিত্তিক জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপিত হবে। অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। সম্মানিত অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড় পি. কে চক্রবর্তী, অর্জুন পুরস্কার বিজয়ী জিমন্যাস্ট মন্টু দেবনাথ, দ্রুনাচার্য পুরস্কার বিজয়ী কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দী, অলিম্পিয়ান জিমন্যাস্ট মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কার বিজয়ী পদ্মশ্রী ড় দীপা কর্মকার প্রমুখ। পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করবেন। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে প্রদর্শনী ভলিবল ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। হলো প্রদর্শনী ভলিবল ম্যাচে। হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদের জন্ম দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে। রাজ্য ভলিবল সংস্থার উদ্যোগে। সোমবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামের সামনে ভলিবল মাঠে হয় প্রদর্ণী ম্যাচটি। তাতে উমাকান্ত কোচিং সেন্টার 'এ' এবং 'বি' দল মুখোমুখি হয়। তাতে টিম 'এ' ৩-২ সেটে (২৫-১৮,২০-২৫, ২১-২৫, ২৫-১৫ এবং ১৫-১০) পরাজিত করে টিম 'বি' কে। খেলা পরিচালনা করেন সুভাষ ঋষি দাস। প্রদর্শনী ম্যাচকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে।

কৈলাশহরে সন্তোষ দেবরায় স্মৃতি প্রাইজমানি ক্যারাম টুর্নামেন্ট শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা , ২৮ আগস্ট।। কৈলাসহরের প্রান পুরুষ প্রয়াত সন্তোষ দেবরায় স্মৃতি প্রাইজমানি ক্যারাম প্রতিযোগিতা সোমবার বিকেলে ডলুগাঁও-এর স্বর্গীয় নন্দেশ্বর শর্মার মন্ডপে হাওড় অঞ্চলের উদ্যোগে শুরু হয়। সন্তোষ দেবরায় স্মৃতি প্রাইজমানি ক্যারাম প্রতিযোগিতার উদ্ধোধন করেন প্রয়াত প্রান পুরুষ সন্তোষ দেবরায়ের সহধর্মিণী তথা কৈলাসহর পুর পরিসদের চেয়ারপার্সন চপলা রানী দেবরায় এবং প্রয়াত সন্তোষ দেবরায়ের সুযোগ্য পুত্র বিশিষ্ট আইনজীবী সন্দীপ দেবরায়। উদ্ধোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বিমল কর, হিমাংশ দাশ, ব্রজমোহন সিনহা, ত্রিলোকেশ্বর সিনহা, দুলাল দাশ, পিন্টু ঘোষ সহ আরও অনেকে। উদ্ধোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাধামোহন সিনহা। মূলত হাওড় অঞ্চলের উদ্যোগে এই ক্যারাম প্রতিযোগিতাটি শুরু হলেও স্থানীয় বিশিষ্ট সমাজসেবী নির্মল সিনহার নিজের একার তত্ত্বাবধানেই এই ক্যারাম প্রতিযোগিতাটি হতে যাচ্ছে। উদ্ধোধনী অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে প্রয়াত প্রান পুরুষ সন্তোষ দেবরায়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন উপস্থিত সকল অতিথিরা। ক্যারাম প্রতিযোগিতার আয়োজক নির্মল সিনহা জানান যে, এই ক্যারাম প্রতিযোগিতায় স্থানীয় যুবকদের পাশাপাশি আগরতলা, সাব্রুম, বিলোনিয়া, খোয়াই, আমবাসা, ধর্মনগর সহ ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় পঞ্চাশটি দল অংশগ্রহণ করেছে। প্রয়াত সন্তোষ দেবরায়ের সহধর্মিণী চপলা রানী দেবরায় এবং সুযোগ্য পুত্র সন্দীপ দেবরায় ক্যারাম বোর্ডে গুটি মেরে প্রতিযোগীতার উদ্ধোধন করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে চপলা রানী দেবরায় আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন। এভাবে ঘটা করে ক্যারাম প্রতিযোগিতার আয়োজন করায় চপলা রানী দেবরায় বলেন যে, বাস্তবে উনার এক ছেলে এবং এক মেয়ে রয়েছে ঠিকই কিন্তু আজ উনি দেখছেন উনার এক ছেলে নয় এবং এক মেয়ে নয়। উনার অনেক ছেলেমেয়ে রয়েছে চন্ডীপুর বিধানসভার এই ডলুগাঁও এলাকায়। প্রয়াত সন্তোষ দেবরায় এইসব এলাকার প্রতিটি বাড়ির মানুষের সাথে ছিলো আত্মীক সম্পর্ক। চন্ডীপুর বিধানসভার মানুষের সুখে দুঃখে সারা বছর তাদের পাশে থাকতেন প্রয়াত সন্তোষ দেবরায়। চন্ডীপুর বিধানসভা ডলুগাঁও এলাকার মানুষ প্রয়াত সন্তোষ দেবরায়কে এত বেশী ভালোবাসতেন তা উনি আজ এই ক্যারাম প্রতিযোগিতায় না আসলে জানতে পারতেন না।

উল্লেখ্য, কৈলাসহরের প্রান পুরুষ প্রয়াত সন্তোষ দেবরায় বিশিষ্ট সমাজসেবীর পাশাপাশি উনি প্রতক্ষ্য ভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। প্রয়াত সন্তোষ দেবরায় ভারতীয় জনতা পার্টির এক বিশ্বস্ত সৈনিক ছিলেন। উনি বিজেপি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সদস্যও ছিলেন। প্রয়াত সন্তোষ দেবরায়ের একমাত্র সুযোগ্য পুত্র বিশিষ্ট আইনজীবী সন্দীপ দেবরায়ের পাশাপাশি একজন মেয়েও রয়েছে। মেয়ের নাম শংকরী দেবরায় এবং মেয়ের জামাতা হলেন ত্রিপুরা রাজ্য মন্ত্রীসভার হেভিওয়েট মন্ত্রী টিংকু রায়। ক্যারাম প্রতিযোগিতার আয়োজক নির্মল সিনহা জানান যে, ক্যারাম প্রতিযোগিতা শুরু আগে থেকে প্রয়াত সন্তোষ দেবরায়ের সহধর্মিণী তথা কৈলাসহর পুর পরিসদের চেয়ারপার্সন চপলা রানী দেবরায় এবং পুত্র সন্দীপ দেবরায় এই ক্যারাম প্রতিযোগিতাটিকে সার্থক করে তোলার জন্য যেমন হাত বাড়িয়েছেন ঠিক তেমনি জামাতা তথা ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়ও ক্যারাম প্রতিযোগিতা সফল ভাবে করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ক্যারাম প্রতিযোগিতার প্রথম দিন রেকর্ড সংখ্যক দর্শক হাজির ছিলেন।

সূচনায় জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে চলো জয়ের হ্যাটট্রিক টার্গেট ত্রিবেণী সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। আগামীকাল অভিযান শুরু করছে শিল্ড জয়ী এগিয়ে চলো সঙ্ঘ। প্রতিপক্ষ টানা ২ ম্যাচে জয় পেয়ে লীগ টেবিলের শীর্ষে থাকা ত্রিবেণী সঙ্ঘ। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আগামীকাল বিকেল সাড়ে ৩ টায় শুরু হবে ম্যাচটি। দু-দলই সোমবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। ত্রিবেণীর বিজয়রথ থামাতে আগামীকাল বদ্ধিপরিকর এগিয়ে চলো সঙ্ঘের ফুটবলাররা। সদ্য শিল্ড জয়ী দলের ফুটবলাররা মানসিকভাবে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। একে পূজি করেই আজ ত্রিবেণী বধ করতে চাইছেন রাজীব সাধন জমাতিয়া-রা। প্রথম ম্যাচের আগে দলের শক্তি বাড়ানোর পরিকল্পনা নিলেও শেষ পর্যন্ত কোনও ফুটবলার আনা হয়নি। ফলে শিল্ডের শক্তি নিয়েই দল সাজাবেন কোচ কর্ণেন্দু দেববর্মা। এদিন সকালে অনুশীলন শেষে এগিয়ে চলো কোচ বলেন,'পর পর দুই ম্যাচে জয় পেয়ে বিপক্ষ দলের ফুটবলাররা মানসিকভাবে এগিয়ে রয়েছে। আমাদের সতর্ক হয়ে মাঠে নামতে হবে। শুরুতে বিপক্ষকে মেপে নিয়েই আক্রমণে যাবো আমরা। আশাকরি ছেলেরা হতাশ করবে না। ক্লাবের সভ্য সমর্থকদের মুখে হাঁসি ফোটিয়েই মাঠ ছাড়বে'। এদিকে এগিয়ে চলোকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে লিগে জয়ের হ্যাটট্রিক করতে মরিয়া ত্রিবেণী সঙ্ঘ। তা মাথায় রেখেই নিজের ছক কষে নিয়েছেন কোচ রাজু লামা। তবে ত্রিবেণী কোচ মনে করেন, তাঁর কোচিং জীবনের বড় ম্যাচ আগামীকাল। ওই ম্যাচে জয় পেলে মানসিকভাবে অনেকটা এগিয়ে যাবো আমরা। বিপক্ষ দল শক্তিশালী, তাই ওরাই চাপে থাকবে বেশী। আমাদের ছেলেরা চাপমুক্ত হয়ে নিজেদের খেলাটা খেলতে পারবে।

ক্রীড়া দিবস উদযাপনে ট্রায়াথলন মিট অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। জাতীয় ক্রীড়া দিবসকে সামনে রেখে সারা রাজ্য জুড়েই বিভিন্ন ইভেন্টের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ত্রিপুরা ট্রায়াথলন অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আজ, সোমবার উমাকান্ত সুইমিংপুলে অনুষ্ঠিত হয়েছে একোয়াথলন প্রতিযোগিতা। প্রচুরসংখ্যক প্রতিযোগী এতে অংশ নিয়েছে। তার মধ্যে অনূর্ধ ১৪ বালক বিভাগে মেঘরাজ দত্ত, মেঘনীল দত্ত বিশ্বাস, ময়ূরজিৎ বণিক, সায়ন দাস, সুমিত দেবনাথ; বালিকা বিভাগে আদ্রিতা দত্ত, শ্রোতা রায়, রিয়ানশী লোধ, অক্সরা সরকার, কৃত্তিকা নমঃ; অনূর্ধ ১৭ বালক বিভাগে রাজদীপ ভৌমিক, অনিকেত সাহা, অমিত সূত্রধর; বালিকা বিভাগে সায়নিকা দে, তানিয়া দেব, পূর্ণিমা দাস সাফল্য অর্জন করে পুরস্কার পেয়েছে। অনুষ্ঠানে রাজ্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায়, সমাজ সেবক কমল দে, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি অপু রায় ও নিখিল সাহা প্রমূখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়েছেন। ত্রিপুরা ট্রায়াথলন এসোসিয়েশনের সচিব অমিয় কুমার দাস দারুণভাবে প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ধর্মঘটের কারণে ফুটবলার অনুপস্থিত ম্যাচ হয়নি, বল লীগ কমিটির টেবিলে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। একদিকে রাজনৈতিক দলের ডাকা ধর্মঘটের কারণে ফুটবলারদের যথাসময়ে মাঠে উপস্থিত হতে বাধা, অপরদিকে লীগ রুলসে উল্লেখিত সমস্ত নিয়ম-নীতি। প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে অপর দলের খেলোয়ারদের যথাসময়ে মাঠে আসা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত রেফারিদের উপস্থিতি। সবশেষে রেফারি রিপোর্ট। মোটকথা, ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলের ষষ্ঠ ম্যাচটি আজ অনুষ্ঠিত হয়নি। নির্ধারিত সুচি অনুযায়ী আজ, সোমবার খেলা ছিল টাউন ক্লাব বনাম ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের মধ্যে। রাজনৈতিক দলের ডাকা ধর্মঘটের কারণে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের খেলোয়াররা মূলত: মাঠে আসতে পারিনি। যথাসময়ে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের এর পক্ষ থেকে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের লীগ কমিটির উদ্দেশ্যে লিখিত আকারে ম্যাচটি পরবর্তী সময়ে পুনরায় আয়োজনের আবেদন করা হয়েছে বলে সংবাদ সূত্রে জানানো হয়েছে। তবে লীগ কমিটি এ ধরনের কোন আবেদন পায়নি বলে জানিয়েছে। বল এখন পুরোপুরি লীগ কমিটির টেবিলে। সিদ্ধান্ত কি নেওয়া হয়েছে তা এখনো জানা যায়নি। তবে টিএফএ সূত্রের খবর, এ ধরনের পরিস্থিতিতে কি হবে তা পুরোপুরি নির্ভর করছে লীগ রুলস এর উপর। লীগ রুলস অনুযায়ী, লীগ কমিটি এ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত নেয় তা এখন দেখার বিষয়।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

প্রদর্শনী হকি ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।।হবে প্রদর্শনী ম্যাচে। রাজ্য হকি সংস্থার উদ্যোগে। হকির জাদুকর মেজর ধ্যানচাঁদের ১১৬ তম জন্ম বার্ষিকীতে। সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরাতেও ওই দিনটি যথাযথ মর্যদায় পালন করা হবে। এ ডি নগর পুলিস মাঠে হবে প্রদর্শনী ম্যাচটি। আগামীকাল বিকেল ৪ টা থেকে। সংস্থার হকি খেলোয়াড়দের দুদলে ভাগ করে হবে ম্যাচ। জানান, রাজ্য হকি সংস্থার সচিব চন্দন দেব।

ইসকন মন্দিরে চলছে ভক্তিভরে ঝুলনযাত্রা। ছবি নিজস্ব।

মাদ্রাসা শিক্ষকদের নিয়ে মত বিনিময় সভায়

বিধানসভায় আপনাদের প্রতিনিধি পাঠান ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৮ আগস্ট।। মাদ্রাসা শিক্ষকদের নিয়ে বক্সনগরের মত বিনিময় সভা পড়লেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা। আজ ,কমলনগর কমিউনিটি হলঘরে হয় এই সভাটি।এতে উপস্থিত ছিলেন বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন র বিজেপি প্রার্থী তফাজ্জল হোসেন, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রেবতি ত্রিপুরা, সদ্য বিজেপিতে আসা কংগ্রেস নেতা বিল্লাল মিয়া, প্রদেশ বিজেপি সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত , ত্রিপুরা মাদ্রাসা কমিটির সভাপতি আব্দুল আলীম সহ অনান্যরা।সভায় আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা বলেন ত্রিপুরা বিধানসভায় একজন মুসলিম বিধায়ক নেই। আপনাদের দায়িত্ব আপনারা এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে তফাজ্জল কে বেশি বেশি ভোট দিয়ে বিধানসভায় পাটানো।, আপনাদের সেবার জন্য। আপনারা সরাসরি আমার কাছে চলে আসবেন আপনাদের যে কোন সমস্যা নিয়ে আমি কথা দিলাম সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব। একটা জাতিকে সিপিএম বোকা বানিয়ে দূরে ঠেলে রেখে দিয়েছে।তা আমরা মানতে পারিনা। কারন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করতে হলে সমগ্র জাতির উন্নয়ন করতে হবে।।তফাজ্জল হোসেন সবার কাছে দোয়া চাইলেন। এই সভাকে ঘিরে জনতার ভিড় ছিল উপচে পড়েছিল।

জেলাভিত্তিক কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চের শুরু বিলোনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৮ আগস্ট।। সোমবার ২৮ শে জুলাই দক্ষিন জেলার বিলোনিয়া মহ কুমায়, বিলোনিয়া পুরোনো টাউন হলে জিলা ভিত্তিক দুদিন ব্যাপী কিশোরী উৎকর্ষমঞ্চের শুভ সূচনা হয়। দুপুর একটায় বিলোনীয়া টাউন হল মঞ্চে জেলা শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় , প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে সুচনা হয় কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চের অনুষ্ঠান। সুচনা করেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, সাথে ছিলেন বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার,পুর পিতা নিখিল চন্দ্র গোপ সহ অন্যান্য অতিথিগন ,অুনষ্ঠান মঞ্চে আলোচনা রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন আজকে যারা শিশু আগামীদিনে ওরা ভবিষৎ,ভবিষ্যৎ গড়তে গেলে লক্ষ্য সির রেখে কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, পরিশ্রম ছাড়া সফলতা আসেনা। কিশোরী উৎকর্ষ বালিকা মঞ্চে দক্ষিন জেলার তিন স্কুল পড়ুয়া ছাত্রী জোৎস্না বেগম, পার্বতী ত্রিপুরা ও রিয়া রায় চৌধুরী, তাদের কৃতিত্বের জন্য সংবর্ধিত করা হয়।অনুষ্ঠানে দক্ষিণ জেলার স্কুল গুলি থেকে চারশ ত্রিশ জন ছাত্রী বিভিন্ন ইভেন্ট নাচ, গান,আর্ট,যোগা,সহ আরো অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করে, বলে জানান দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা গন।

ফের প্রকাশ্যে কংগ্রেসের কোন্দল

কলকাতা, ২৭ আগস্ট (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে মহাজাতি সদনে দুই নেতার বক্তব্য পর ফের কংগ্রেসের গোষ্ঠী কন্দল। একদিকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরি এদিন স্পষ্ট করে দেন, দিল্লির লাইন নয়, এ রাজ্যে বিজেপি ও তৃণমূল উভয়ের বিরুদ্ধেই লড়াই হবে। তো অন্যদিকে তৃণমূল সম্পর্কে একটি শব্দও না বলে কংগ্রেসের দিল্লির লাইন স্পষ্ট করে দিলেন কংগ্রেস নেতা কানহাইয়া কুমার। উলটে এখানে বিজেপিকংগ্রেসসিপিএম এখানে যা যা বলে সেগুলির কাউন্টার করে দিয়ে গেলেন। এদিন 'জয় বাংলা' স্লোগানও দেন কানহাইয়া কুমার।

সোমবার, মহাজাতি সদনে পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের সভায় সাগরদিঘির উপনির্বাচনের উদাহরণ টেনে অধীর চৌধুরী দাবি করেন, কংগ্রেসের পুনরুত্থান হচ্ছে। তাঁর কথায়, "তৃণমূল এখন কংগ্রেসের পা ধরে বাঁচতে চাইছে। সাগরদিঘি দেখিয়ে দিয়েছে, এই বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নয়, শেষ কথা বলতে পারে কংগ্রেসও।" একেবারে শেষে তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, "বাংলায় এক দিকে তৃণমূল, অন্য দিকে বিজেপির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলবে।" কিন্তু একেবারে অন্য সুর ছিল কানহাইয়া কুমারের গলাতে।তৃণমূলের ওয়াশিং মেশিন তত্ত্ব থেকে জাতীয় সংবাদমাধ্যমে বাংলার বদনাম, পরিবারতন্ত্র-সহ একাধিক ইস্যুতে মমতা-অভিষেকের সুরেই সুর চড়িয়েছেন প্রাক্তন বাম ছাত্রনেতা। প্রথমে দু'লাইন বাংলা বলে শুরু করে প্রায় ৪৫ মিনিটের আগুন ঝরানো ভাষণে তুলোধনা করেন কেন্দ্রের মোদী সরকারকে। অন্যদলে থাকলে দুর্নীতিগ্রস্ত আর বিজেপিতে গেলেই ওয়াশিং মেশিন, সাদা হয়ে বেরবে, এমন অভিযোগ বারবার শোনা যায় তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে। এদিন সেই একই অভিযোগ তুলে কানহাইয়া কুমার বলেন, "যে কোনওভাবে বাংলা, বিহার দখল করতে চাইছে বিজেপি। দুর্নীতির অভিযোগ দেওয়া হচ্ছে। বাংলাতেও তাই হচ্ছে। অন্য দলে থাকলে সে দুর্নীতিগ্রস্ত, বাড়িতে ইডিসিবিআই যাচ্ছে। বিজেপিতে গেলেই সৎ। যারাই প্রশ্ন তুলছে তাদেরই মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে ঢোকাচ্ছে বিজেপি সরকার।"

এনটি রামা রাও-এর উপর স্মারক মুদ্রা প্রকাশ করলেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি.স) : সোমবার রাষ্ট্রপতি ভবন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতি, প্রয়াত এনটি রামা রাওয়ের জন্মশতবার্ষিকীতে স্মারক মুদ্রা প্রকাশ করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এই সংক্রান্ত একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেন রাষ্ট্রপতি। বক্তৃতায় তিনি বলেন, তেলেগু চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ভারতীয় চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন এনটি রামা রাও। রামায়ণ ও মহাভারতের প্রধান চরিত্রগুলিকে তিনি তার অভিনয় দক্ষতা দিয়ে জীবন্ত করে তুলেছিলেন। তাঁর অভিনীত ভগবান রাম এবং ভগবান কৃষ্ণের ভূমিকা এতটাই জীবন্ত হয়ে ওঠেছিল যে মানুষজন এনটিআরের উপাসনা করতে শুরু করেছিলেন।রাষ্ট্রপতি মুর্মু আরও বলেন, এনটিরামারাও তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট প্রকাশ করেছিলেন। তিনি তাঁর একটি চলচ্চিত্র "মানুষুলন্ত ওক্কাতে" এর মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্যের বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।একজন জনসেবক এবং জননেতা হিসাবে এনটিআর-এর জনপ্রিয়তা ছিল। তিনি সকলের কাছ থেকে একটি বিশেষ সম্মান অর্জন করেছিলেন। তিনি অনেক জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীও শুরু করেছিলেন, যা আজও স্মরণীয়। রাষ্ট্রপতি, এনটি রামা রাও-এর নামে একটি স্মারক মুদ্রা আনার জন্য ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রককে প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্ব সবসময় মানুষের মনে বিশেষ করে তেলেগু ভাষার মানুষদের মনেচিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

জ্ঞানী জগতার সিং-র মৃত্যুতে শোক প্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি.স) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার শ্রী দরবার সাহেবের প্রাক্তন প্রধান গ্রন্থি সিং সাহেব জ্ঞানী জগতার সিং-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।প্রধানমন্ত্রী এক ট্যুইটবার্তায় লেখেন, শ্রী দরবার সাহেবের প্রাক্তন প্রধান জ্ঞানী জগতার সিং মৃত্যুতে আমি শোকাহত। মোদী আরও লেখেন, গুরু সাহেবদের দর্শনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানবতার সেবা করার জন্য তাঁর সমৃদ্ধ জ্ঞান এবং প্রচেষ্টার জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর পরিবার ও ভক্তদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।উল্লেখ্য, স্বর্ণ মন্দিরের প্রাক্তন প্রধান গ্রন্থি, জ্ঞানী জগতার সিংয়ের রবিবার সন্ধ্যায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়। সোমবার তারন তারান রোডের গুরুদ্বার সাহেব সংগ্রানায় অমৃতসরের বাসিন্দারা স্বর্ণ মন্দিরের প্রাক্তন প্রধান গ্রন্থি জ্ঞানী জগতার সিংয়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন।

সচেতনতা অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৮ আগস্ট।। দক্ষিন জেলার বিলোনিয়া মহকুমার মাইছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীন উত্তর কলাবাড়িয়া ও শিলছড়ি এলাকায় মশার বংশবৃদ্ধি রোধ করে ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গুর সংক্রমন ঠেকাতে মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরে আজ সচেতনতা অভিযান করেন জেলা ম্যালেরিয়া আধিকারিক ডা: মনীশ চৌধুরী ও পতঙ্গ বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রন কর্মসূচির জেলা পরামর্শদাতা তাপস পাল সহ অন্যান্য স্বাস্য কর্মী ও আশা কর্মীরা। এখন পর্যন্ত জেলায় দুইজন ডেঙ্গু রোগী চিহ্নিত হয়েছে, ১ জন বীরচন্দ্রমনু ও আরেকজন মাইছড়া। আজ স্বাস্থ্য দপ্তরের দলটি ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর বাড়িতে গিয়ে খোজ খবর নেন।

লাগাতার বৃষ্টিতে ডুয়ার্সে বন্যা পরিস্থিতি, বন্ধ ট্রেন চলাচল

জলপাইগুড়ি, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : লাগাতার বৃষ্টির জেরে ডুয়ার্সে তৈরি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি। ভারী বৃষ্টিতে প্লাবিত বানারহাট, বিন্নাগুড়ি, গয়েরকাটা এলাকা। ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি, চা-বাগান, রাজ্য সড়ক এবং রেলপথ। বানারহাট রেল স্টেশন সংলগ্ন ৯৩/১ নং পিলারের কাছে রেললাইনের নিচ থেকে মাটি সরে যাওয়ার ডুয়ার্স রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ। সোমবার সকাল থেকে রেললাইন মেরামতের কাজ শুরু করেছে রেলদফতর।ভুটান পাহাড় সেই সঙ্গে ডুয়ার্স জুড়ে রবিবার রাত থেকে ভারী বৃষ্টি শুরু হওয়ায় জলমগ্ন হয়ে পড়ে বানারহাটের বিস্তীর্ণ এলাকা।ভুটান পাহাড়ের জলে হাতি নালা প্লাবিত হওয়ায় জলমগ্ন হয়ে পড়ে বানারহাট, বিন্নাগুড়ি, গয়েরকাটা এলাকা। রাতেই জলবন্দি হয়ে পড়েন কয়েক হাজার মানুষ। রাত ১টা থেকে জল ঢুকতে শুরু করে বানারহাট বাজার এলাকায়। রাজ্য সড়কের উপর দিয়ে এক হাঁটু জল বইতে থাকে। আতঙ্কে ব্যবসায়ীরা তাদের দোকান খুলে মাল সারানোর কাজ শুরু করেন। বানারহাট, লক্ষ্মীপাড়া, তেলিপাড়া-সহ পাঁচটি চা-বাগান প্লাবিত হয়। জলমগ্ন হয়ে পড়ে বিন্নাগুড়ি এস এম কলোনি, নেতাজি পাড়া-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। সোমবার সকাল থেকে বৃষ্টি থামায় পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। আতঙ্কমুক্ত হতে পারছেন না বাসিন্দারা। ক্ষতিগ্রস্ত রেল পথে ট্রেন চলাচল বন্ধ রেখে মেরামতের কাজ চলছে।

মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ আগস্ট।। নিজের রান্না ঘরের মাটির দেওয়াল চাপা পরে মৃত্যু হলো চল্লিশ বছরের বিবাহিত ব্যক্তির। ঘটনা উদয়পুর মহকুমা কাকড়াবন থানার অন্তর্গত গঙ্গাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬নং ওয়ার্ডের ক্যাম্পের টিলা এলাকার স্বর্গীয় কৃষ্ণ বাহাদুর নোয়াতিয়ার তৃতীয় ছেলে রতন নোয়াতিয়ার বাড়িতে।মৃত ব্যক্তির নাম রতন নোয়াতিয়া। বয়স আনুমানিক চল্লিশ।পেশায় মাছ ও রাবার চাষী। গতকাল রাতে বৃষ্টিপাত সংঘটিত হওয়ায় রতন নোয়াতিয়ার মাটি দিয়ে তৈরী রান্না ঘরের মাঝ বরাবর ড্রেনের মত হয়ে জল প্রবাহিত হচ্ছিলো। আজ সকাল আনুমানিক ছয়টায় রতন মাটির ঘরের পাশ দিয়ে বৃষ্টির জল বাহির করার জন্য ড্রেন করতে শুরু করলে হঠাৎ মাটির ঘরের দেওয়ালের একটা অংশ রতন নোয়াতিয়ার উপর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। সাথে সাথে কোন কিছু বোঝার আগেই রতন ঘরের দেওয়ালের নীচে চাপা পড়ে যায়। নার্সারিতে পড়ুয়া একমাত্র ছেলে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। ছেলে বাবাকে মাটির ঘরের দেওয়াল ভেঙে পড়েছে বলার আগেই মাটির দেওয়াল রতনের উপর ভেঙে পরে। বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের চিৎকারে এলাকাবাসী রতনকে মাটির ঘরের দেওয়ালের নীচ থেকে বের করে উদয়পুর টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার রতনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এলাকার সজ্জন ব্যক্তি বলেই রতনকে সবাই জানতো। তার মৃত্যুতে এলাকা বাসির দাবি পরিবারটির পাশে যেন সরকার থেকে আর্থিক সহায়তা করে ছোট শিশুটির ভবিষ্যতের দায়িত্ব পালন করেন।

লোয়ার হাফলঙে বস্তাবন্দি ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ

হাফলং (অসম), ২৮ আগস্ট (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার হাফলং সরকারি বাগান থানার অন্তর্গত লোয়ার হাফলং থেকে সোমবার বস্তাবন্দি এক ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় সমগ্র এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।আজ সোমবার লোয়ার হাফলঙে একটি গর্ত থেকে স্বপন দেবনাথ নামের এক ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে পেশায় দিনমুজুর বছর ৪২-এর স্বপন দেবনাথ নিজের স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে ১, ০০০ টাকা নিয়ে বের হয়ে যাওয়ার পর থেকে সন্ধানহীন হয়ে পড়েন। রাতে ঘরে ফিরে না আসায় স্বপন দেবনাথের পরিবারের সদস্যরা শনিবার রাত ও রবিবার গোটা দিন খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনও সন্ধান বের করতে পারেননি। অবশেষে আজ দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ তাঁর বাড়ি থেকে ১০০ মিটার দূরে এক ঝোপে একটি গর্ত থেকে বস্তাবন্দি অবস্থায় স্বপন দেবনাথের পচাগলা লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।সোমবার পাশের রাস্তা দিয়ে এক স্কুল ছাত্র যাওয়ার সময় পচা গন্ধ পেয়ে একটু এগিয়ে দেখে জঙ্গলের মধ্যে একটি বস্তায় মানুষের আকৃতির কিছু রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওই স্কুল ছাত্র বিষয়টি স্কুলের শিক্ষককে অবগত করার পর ওই শিক্ষক আশপাশ এলাকার মানুষকে বিষয়টি জানান। পরে খবর দেওয়া হয় সরকারি বাগান থানাকে। খবর পেয়ে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ে লোয়ার হাফলং জঙ্গলের ঝোপ থেকে ওই গর্ত থেকে বস্তাবন্দি পচাগলা লাশ উদ্ধার করে।এদিকে লাশ উদ্ধার হওয়ার খবর পেয়ে স্বপন দেবনাথের ছেলে সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁর পরনের প্যান্ট দেখে এটি তার বাবার মৃতদেহ বলে শনাক্ত করে। তার পর মৃতদেহটি পুলিশ ময়না তদন্তের জন্য হাফলং সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়।পুলিশের সন্দেহ স্বপন দেবনাথকে কোনও ব্যক্তি পরিকল্পিতভাবে খুন করে বস্তায় বেঁধে জঙ্গলের মধ্যে গর্তে ফেলে দিয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।এদিকে মৃত স্বপন দেবনাথের স্ত্রী পুলিশকে জানিয়েছেন, শনিবার রাতে স্বপন তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করে ১,০০০ টাকা নিয়ে বের হয়ে যাওয়ার পর আর বাড়ি ফেরেননি। রাতে বাড়ি ফিরছেন না দেখে তিনি এবং পরিবারের লোকরা শনিবার রাত ও রবিবার পুরো দিন খোঁজাখুঁজি করে তাঁর কোনও সন্ধান বের করতে পারেননি। আর আজই তাঁর মৃতদেহ এভাবে জঙ্গলের মধ্যে গর্ত থেকে উদ্ধার হয়েছে। স্বপনের স্ত্রী পুলিশকে আরও জানিয়েছেন, শনিবার রাতে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করে এক হাজার টাকা নিয়ে যাওয়ার সময় বলে গিয়েছেন, কানাই নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে মদ খেতে যাবেন। এছাড়া কোনও এক অটো চালককে ১০০ টাকা দেওয়ার করা রয়েছে বলে স্বপন দেবনাথের স্ত্রী পুলিশের কাছে বয়ান দিয়েছেন।

জুটমিল পেনশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির গণধর্না

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে জুটমিল পেনশনার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্যরা সোমবার জুট মিলের সামনে গণধর্না সংঘটিত করে। জুটমিল শ্রমিক কর্মচারীদের অভিযোগ তারা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত।এ নিয়ে তারা দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। জুটমিল শ্রমিক কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য তারা আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তারা সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত ন্যায় বিচার পাওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। দেশের সর্বোচ্চ আদালত জুটমিলের বঞ্চিত কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা ছয় মাসের মধ্যে মিটিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু রাজ্য সরকার এবং জুটমিল পরিচালন কর্মকর্তারা সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশও পালন করেনি। তারা পুনরায় সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছে। আগামী ৪ সেপ্টেম্বর পুনরায় তাদের আপিলের উপর শুনানি হবে। জুট মিলের বঞ্চিত শ্রমিক কর্মচারীরা অভিযোগ করেছেন মামলা চলাকালেও তাদেরকে কোয়ার্টার ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য নির্দেশ জারি করা হয়েছে। তারা জুটমিলের বোর্ড অফ ডাইরেক্টর এর এ ধরনের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তারা দাবি করেছেন যতদিন পর্যন্ত এই মামলার নিষ্পত্তি না হবে এবং জুট মিলের শ্রমিক কর্মচারীরা তাদের ন্যায্য পাওনা ফিরে না পাবে ততদিন পর্যন্ত তাদেরকে কোয়ার্টার থেকে কোনোভাবেই উচ্ছেদ করা যাবে না। তারা তাদের ন্যায্য পাওনা পাওয়ার দাবিতেই সোমবার জোট মিলের মূল ফটকের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ ও ধর্ণা সংগঠিত করেন। অবিলম্বে সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী জুট মিলের শ্রমিক কর্মচারীদের যাবতীয় পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য তারা জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

উদয়পুরের চন্দ্রপুর কলোনি দ্বাদশ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ আগস্ট।। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে ইসরো কতৃক প্রেরিত চন্দ্রায়ন-৩ এর সফল ল্যান্ডিংয়ের পর শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতি আগ্রহ আরো অনেক গুণ বেড়ে চলেছে। এমনই একটি চিত্র দেখা গেলো ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় বিজ্ঞান সেমিনারের একটি সেমিনার ঘিরে। এই বিজ্ঞান সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় উদয়পুর চন্দ্রপুর কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে র দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে। আয়োজক উদয়পুর বিদ্যালয় পরিদর্শক। উদয়পুর বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসের অন্তর্গত মাতাবাড়ি ব্লকের সমস্ত এস বি, হাই ও হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলের অষ্টম থেকে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় মাতাবাড়ি ব্লক ভিত্তিক বিজ্ঞান সেমিনার-২০২৩। এই সেমিনারের এবারের বিষয়- 'বাজরা একটি সুপার ফুড অথবা ডায়েট ফ্যাড'। মাতাবাড়ি ব্লকের ছয়টি স্কুলের শিক্ষার্থীরা মডেল তুলে ধরেন।সংক্ষিপ্ত সময়ের ব্যবধানে শিক্ষার্থীরা সাবলীল ভাবে এই বিষয়ে উপস্থাপনা করেন। এই ব্লক স্তরের সেমিনারের পর ১১সেপ্টেম্বরের মধ্যে জেলা ও রাজ্য ভিত্তিক সেমিনার অনুষ্ঠিত করতে হবে। আগামী ১২অক্টোবর নয়াদিল্লির জাতীয় বিজ্ঞান সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় বিজ্ঞান সেমিনার-২০২৩। মাতাবাড়ি ব্লক ভিত্তিক বিজ্ঞান সেমিনারে প্রথম হয়েছে গর্জি বাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণীর দিকীতা মারাক ও বিপ্লব ঘোষ, দ্বিতীয় গামাড়িয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর বর্ণালী পাল এবং তৃতীয় হয়েছেন উদয়পুর চন্দ্রপুর কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর রিয়া সূত্রধর ও দীপ বনিক। আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক অলকানন্দ জমাতিয়া, বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রপুর কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষা মৌসুমী সাহা, সহ অধ্যক্ষ অরুন কুমার ভদ্র।বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাতাবাড়ি ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষক বিধান দে ও চন্দ্রপুর কলোনি বি আর সির সি আর পি অপুরাম সরকার। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চন্দ্রপুর কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে র দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে সি আর সি সেন্টারের সি আর পি অপুরাম সরকার। এই বিজ্ঞান সেমিনারের সার্থক করে তুলতে সহযোগিতা করেন চন্দ্রপুর কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা যথাক্রমে পরিমল চন্দ্র সাহা, ইতি সাহা, মানবিক পাল , উত্তম চক্রবর্তী, নিরঞ্জন ভৌমিক, শুভ্রা দেবী অনুরাধা দে সহ বিদ্যালয়ের নবম,দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা।শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

বটতলা বাজারেও খোলা সহ সরকারি ন্যায্যমূল্যে পেঁয়াজের দোকান। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।